পঞ্চম অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর মহান পুত্র প্রহ্লাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর শিক্ষকদের নির্দেশ অমান্য করে সর্বদা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় যুক্ত হয়েছিলেন। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, হিরণ্যকশিপু সর্প-দংশনের দ্বারা এবং হস্তীর পদ-পীড়নের দ্বারা প্রহ্লাদ মহারাজকে হত্যা করার চেষ্টা করেও তাঁকে হত্যা করতে পারেনি।

হিরণ্যকশিপুর গুরু শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্কের হস্তে প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষাভার অর্পণ করা হয়েছিল। যদিও সেই শিক্ষকেরা বালক প্রহ্লাদকে রাজনীতি, অর্থনীতি আদি জড়-জাগতিক বিষয়ে শিক্ষাদান করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ সেই সমস্ত বিষয়ে আগ্রহশীল হননি। পক্ষান্তরে, তিনি শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন করে চলেছিলেন। শত্রু এবং মিত্রের ভেদ দর্শন করতে প্রহ্লাদ মহারাজের ভাল লাগেনি। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রবণতার ফলে তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন।

এক সময় হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করে তার শিক্ষকদের কাছে সে সর্বশ্রেষ্ঠ কোন্ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দেন যে, "এটি আমার এবং ওটি আমার শত্রুর," এই প্রকার দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত সংসার-জীবন পরিত্যাগ করে, বনে গিয়ে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করাই মানুষের কর্তব্য।

হিরণ্যকশিপু তার পুত্রের মুখে ভগবদ্ভক্তির কথা শুনে মনে করে যে, তার শিশুপুত্রটি পাঠশালায় তার বন্ধুদের দ্বারা এইভাবে দূষিত হয়েছে। তাই সে অধ্যাপকদের আদেশ দেয় যে, তার পুত্র যাতে কৃষ্ণভক্ত না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে। কিন্তু শিক্ষকেরা যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে কেন সে তাদের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করছে, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের বলেন যে, প্রভুত্ব করার প্রবৃত্তি মিথ্যা, এবং তাই তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অনন্য ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন। শিক্ষকেরা তাঁর এই উত্তর শুনে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার করে এবং নানাভাবে ভয় দেখায়। তারা তাঁকে যথাসাধ্য শিক্ষাদান করার চেষ্টা করে এবং তারপর তাঁর পিতার কাছে তাঁকে নিয়ে যায়।

হিরণ্যকশিপু স্নেহভরে তার পুত্র প্রহ্লাদকে তার কোলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে

তার শিক্ষকদের কাছে সে সর্বশ্রেষ্ঠ কোন্ শিক্ষা লাভ করেছে। তখন প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্বের মতোই *শ্রবণম্* ও *কীর্তনম্* আদি নবধা ভক্তির প্রশংসা করতে শুরু করেন। তার ফলে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, প্রহ্লাদের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ককে ভুল শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিরস্কার করতে শুরু করে। তথাকথিত শিক্ষকেরা তখন দৈত্যরাজকে বলে যে, সেই শিক্ষা তারা প্রহ্লাদকে দেয়নি, প্রহ্লাদ স্বভাবতই ভগবদ্ভক্ত। তারা যখন এইভাবে নিজেদের নির্দোষ বলে প্রমাণ করেছিল, তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করে সে কোথায় বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা লাভ করেছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তখন উত্তর দেন যে, যারা সংসার-জীবনের প্রতি আসক্ত তারা এককভাবে অথবা সমবেতভাবে কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে না। পক্ষান্তরে, তারা এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে কেবল নিরন্তর চর্বিত বস্তুই চর্বণ করে। প্রহ্লাদ মহারাজ বিশ্লেষণ করেছিলেন যে, প্রতিটি মানুষের কর্তব্য শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হয়ে, কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা অর্জন করা।

তাঁর এই উত্তরে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, প্রহ্লাদ মহারাজকে তার কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যেহেতু প্রহ্লাদ তাঁর পিতৃব্য হিরণ্যাক্ষের হত্যাকারী বিষ্ণুর ভক্ত হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাই প্রহ্লাদকে হত্যা করতে হিরণ্যকশিপু তার অনুচরদের আদেশ দেয়। হিরণ্যকশিপুর অনুচরেরা প্রহ্লাদকে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের আঘাতে, হাতির পায়ের নিচে নিক্ষেপ করে, নারকীয় যন্ত্রণা দিয়ে, এবং পর্বত-শিখর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, নানাভাবে হত্যা করার চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারেনি। হিরণ্যকশিপু তাই তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের ভয়ে ক্রমশ ভীত হয়ে তাঁকে বন্দী করে রাখে। হিরণ্যকশিপুর গুরু শুক্রাচার্যের পুত্রেরা তাদের নিজেদের পন্থায় প্রহ্লাদকে শিক্ষা দিতে শুরু করে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের সেই শিক্ষা গ্রহণ করেননি। শিক্ষকেরা যখন উপস্থিত থাকত না, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর সহপাঠীদের কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করেন, এবং তাঁর উপদেশে সহপাঠী দৈত্যবালকেরা তাঁরই মতো ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে শুরু করে।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

পৌরোহিত্যায় ভগবান্ বৃতঃ কাব্যঃ কিলাসুরৈঃ ।
ষণ্ডামর্কৌ সুতৌ তস্য দৈত্যরাজগৃহান্তিকে ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **পৌরোহিত্যায়**—পৌরোহিত্য করার জন্য; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **বৃতঃ**—মনোনীত করেছিল; **কাব্যঃ**—শুক্রাচার্য; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **অসুরৈঃ**—অসুরদের দ্বারা; **ষণ্ড-অমর্কৌ**—ষণ্ড এবং অমর্ক; **সুতৌ**—পুত্রদ্বয়; **তস্য**—তার; **দৈত্য-রাজ**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর; **গৃহান্তিকে**—গৃহের নিকটে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হিরণ্যকশিপু আদি অসুরেরা শুক্রাচার্যকে আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য পৌরোহিত্যে বরণ করেছিল। শুক্রচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক হিরণ্যকশিপুর গৃহের নিকটে বাস করত।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদের জীবন-কাহিনীর বর্ণনা এইভাবে শুরু হয়েছে। শুক্রাচার্য অসুরদের, বিশেষ করে হিরণ্যকশিপুর পুরোহিত হয়েছিল, এবং তার দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক হিরণ্যকশিপুর গৃহের নিকটে বাস করত। হিরণ্যকশিপুর পুরোহিত হওয়া শুক্রাচার্যের উচিত হয়নি, কারণ হিরণ্যকশিপু এবং তার অনুচরেরা সকলেই ছিল নাস্তিক। ব্রাহ্মণের কর্তব্য আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি সাধনে আগ্রহী ব্যক্তির পুরোহিত হওয়া। কিন্তু শুক্রাচার্য নামটি সেই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে, যে কেবল তার পুত্র এবং বংশধরদের লাভের ব্যাপারেই আগ্রহী, তা সেই ধন যেভাবেই অর্জন করা হোক না কেন। আদর্শ ব্রাহ্মণ কখনও নাস্তিকের পুরোহিত হন না।

শ্লোক ২

তৌ রাজ্ঞা প্রাপিতং বালং প্রহ্লাদং নয়কোবিদম্ ।
পাঠয়ামাসতুঃ পাঠ্যানন্যাংশ্চাসুরবালকান্ ॥ ২ ॥

তৌ—সেই দুইজন (ষণ্ড এবং অমর্ক); **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **প্রাপিতম্**—প্রেরিত; **বালম্**—বালক; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ নামক; **নয়-কোবিদম্**—নীতিজ্ঞ; **পাঠয়াম্ আসতুঃ**—পাঠ করাত; **পাঠ্যান্**—জড়-জাগতিক জ্ঞানের গ্রন্থ; **অন্যান্**—অন্য; **চ**—ও; **অসুর-বালকান্**—অসুর-বালকদের।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্বেই ভগবদ্ভক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা যখন শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে শুক্রাচার্যের দুই পুত্রের কাছে প্রেরণ করলেন, তখন তারা প্রহ্লাদকে তাদের পাঠশালায় অন্য অসুর-বালকদের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ৩

যত্তত্র গুরুণা প্রোক্তং শুশ্রুবেঽনুপপাঠ চ ।
ন সাধু মনসা মেনে স্বপরাসদ্গ্রহাশ্রয়ম্ ॥ ৩ ॥

যৎ—যা; **তত্র**—সেখানে (পাঠশালায়); **গুরুণা**—শিক্ষকদের দ্বারা; **প্রোক্তম্**—শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; **শুশ্রুবে**—শ্রবণ করেছিলেন; **অনুপপাঠ**—আবৃত্তি করেছিলেন; **চ**—এবং; **ন**—না; **সাধু**—ভাল; **মনসা**—মনের দ্বারা; **মেনে**—বিবেচনা করেছিলেন; **স্ব**—নিজের; **পর**—এবং অন্যের; **অসদ্গ্রহ**—কুসিদ্ধান্তের দ্বারা; **আশ্রয়ম্**—সমর্থিত।

অনুবাদ

শিক্ষকেরা রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে যে শিক্ষাদান করেছিল, প্রহ্লাদ অবশ্যই তা শ্রবণ করেছিলেন এবং পাঠ করেছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজনীতিতে কাউকে বন্ধু এবং কাউকে শত্রু বলে বিবেচনা করা হয়, এবং তা তিনি ভাল বলে মনে করেননি।

তাৎপর্য

রাজনীতিতে এক শ্রেণীর মানুষকে শত্রু এবং অন্য শ্রেণীর মানুষকে মিত্র বলে মনে করা হয়। রাজনীতিতে সব কিছুই এই দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং সারা পৃথিবী, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, এই ভাবনায় মগ্ন। জনসাধারণ মিত্রদেশ এবং মিত্রগোষ্ঠীর বা শত্রুদেশ এবং শত্রুগোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুর বিচার করছে, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পণ্ডিত ব্যক্তি শত্রু-মিত্রের ভেদ দর্শন করেন না। ভক্তেরা শত্রু অথবা মিত্রের পার্থক্য দর্শন করেন না। ভগবদ্ভক্ত দেখেন যে, সমস্ত জীবই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ (*মমৈবাংশো জীবভূতঃ*)। তাই ভগবদ্ভক্ত বন্ধু এবং শত্রুর প্রতি সমভাবে আচরণ করে তাদের উভয়কেই কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা প্রদান করার চেষ্টা করেন। অবশ্য আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা শুদ্ধ ভক্তের

উপদেশ অনুসরণ না করে, সেই ভক্তকে তাদের শত্রু বলে মনে করে। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু কখনও মিত্রতা অথবা শত্রুতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন না। প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও ষণ্ড এবং অমর্কের উপদেশ শ্রবণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবুও রাজনীতির ভিত্তি শত্রু-মিত্রের দর্শন তাঁর ভাল লাগেনি। এই দর্শনে তিনি আগ্রহী ছিলেন না।

শ্লোক ৪

একদাসুররাট্ পুত্রমঙ্কমারোপ্য পাণ্ডব ।
পপ্রচ্ছ কথ্যতাং বৎস মন্যতে সাধু যদ্ভবান্ ॥ ৪ ॥

একদা—এক সময়; **অসুর-রাট্**—অসুর সম্রাট; **পুত্রম্**—তার পুত্রকে; **অঙ্কম্**—কোলে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **পাণ্ডব**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **কথ্যতাম্**—বল; **বৎস**—হে প্রিয়পুত্র; **মন্যতে**—মনে কর; **সাধু**—শ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যা; **ভবান্**—তুমি।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এক সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে কোলে করে অত্যন্ত স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করেছিল—হে বৎস, তোমার শিক্ষকদের কাছে তুমি যে সমস্ত বিষয় পাঠ করেছ, তার মধ্যে কোন্ বিষয়টি তুমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, তা আমাকে বল।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু তার বালকপুত্রকে এমন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেনি যা উত্তর দেওয়া তার পক্ষে কঠিন হত; পক্ষান্তরে, সে প্রহ্লাদকে যে বিষয়টি তিনি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, সেই বিষয়ে বলার সুযোগ দিয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ অবশ্য একজন শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে, সব কিছু সম্বন্ধেই অবগত ছিলেন এবং তাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য যে কি, সেই সম্বন্ধে বলতে পূর্ণরূপে সমর্থ ছিলেন। *বেদে* বলা হয়েছে, *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*—কেউ যদি যথাযথভাবে ভগবানকে জানতে পারেন, তা হলে সমস্ত বিষয়েই তাঁর খুব ভালভাবে জানা হয়ে যায়। কখনও কখনও বড় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের সঙ্গে আমাদের তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমরা তাদের পরাস্ত করে আমাদের সিদ্ধান্ত

স্থাপন করতে সফল হই। সাধারণ মানুষের পক্ষে বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিকদের সঙ্গে প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে পারে, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভগবদ্ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১১) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তিনি তাঁর বিশেষ কৃপা প্রদর্শনের দ্বারা তাঁর ভক্তের হৃদয়ে সমস্ত জ্ঞান প্রদান করে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, এবং তাঁর পিতা যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ তাকে সেই জ্ঞান দান করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর উত্তম কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে সব চাইতে কঠিন সমস্যাগুলির সমাধান করতে সক্ষম ছিলেন। তাই তিনি তাঁর উত্তরে বলেছিলেন—

শ্লোক ৫

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ
তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥ ৫ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন; **তৎ**—তা; **সাধু**—অতি উত্তম, অথবা জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ; **মন্যে**—আমি মনে করি; **অসুরবর্য**—হে অসুরশ্রেষ্ঠ; **দেহিনাম্**—দেহধারী ব্যক্তিদের; **সদা**—সর্বদা; **সমুদ্বিগ্ন**—উৎকণ্ঠাপূর্ণ; **ধিয়াম্**—যাদের বুদ্ধি; **অসৎ-গ্রহাৎ**—অনিত্য শরীর অথবা শরীরের সম্পর্কে সম্পর্কিত বস্তুকে বাস্তব বলে মনে করার ফলে ("আমি এই শরীর, এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তু আমার" বলে মনে করে); **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **আত্মপাতম্**—যেই স্থানে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা আত্ম-উপলব্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়; **গৃহম্**—দেহাত্মবুদ্ধি বা গৃহব্রতের জীবন; **অন্ধ-কূপম্**—অন্ধকূপ (যেখানে জল না থাকলেও মানুষ জলের

অন্বেষণ করে); **বনম্**—বনে; **গতঃ**—গিয়ে; **যৎ**—যা; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আশ্রয়েত**—আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—হে অসুরশ্রেষ্ঠ দৈত্যরাজ, আমার গুরুদেবের কাছে আমি জেনেছি যে, যারা তাদের অনিত্য দেহকে কেন্দ্র করে গৃহব্রতের জীবন যাপন করে, তারা জলশূন্য অন্ধকূপে অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে কেবল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। মানুষের কর্তব্য সেই পরিস্থিতি পরিত্যাগ করে বনে গমন করা, বিশেষ করে বৃন্দাবনে, এবং সেখানে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু মনে করেছিল যে, প্রহ্লাদ অভিজ্ঞতাহীন একটি বালক হওয়ার ফলে এমন কোন উত্তর দেবে যা মোটেই ব্যবহারিক জ্ঞান সমন্বিত হবে না, পক্ষান্তরে তা হবে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। প্রহ্লাদ মহারাজ কিন্তু এক অতি উত্তম ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে, শিক্ষার সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

"যিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সদ্গুণ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোন সদ্গুণ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সদ্ভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সম্ভাবনা কোথায়?" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২) তথাকথিত শিক্ষিত দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা যারা কেবল মানসিক স্তরে বিচরণ করে, তারা সৎ এবং অসতের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে *অসতো মা সদ্গময়*—সকলেরই কর্তব্য অনিত্য অস্তিত্বের স্তর পরিত্যাগ করে শাশ্বত স্তর

প্রাপ্ত হওয়া। আত্মা নিত্য, এবং নিত্য আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। অন্যত্র বলা হয়েছে, *অপশ্যতাম্ আত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্*—যারা দেহাত্মবুদ্ধির প্রতি আসক্ত এবং যারা গৃহস্থ-জীবনে বা জড় সুখভোগের জীবনে জড়িয়ে থাকে, তারা কখনও নিত্য আত্মার মঙ্গল দর্শন করতে পারে না। সেই কথা প্রতিপন্ন করে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, কেউ যদি জীবনে সাফল্য লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত সূত্র থেকে জানতে হবে তার প্রকৃত স্বার্থ কি এবং কিভাবে পারমার্থিক সাফল্যের জন্য তার জীবনকে গড়ে তোলা উচিত। মানুষের জানা উচিত যে, সে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ এবং তার কর্তব্য সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা, তা হলে তার পারমার্থিক সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। এই জড় জগতে সকলেই দেহাত্মবুদ্ধি-পরায়ণ হয়ে জন্ম-জন্মান্তরে কঠোর জীবন-সংগ্রাম করে চলেছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই বলেছেন, বার বার জন্ম-মৃত্যুর এই সংসার-চক্রের নিবৃত্তি সাধনের জন্য বনে গমন করা উচিত।

বর্ণাশ্রম প্রথায় মানুষ প্রথমে ব্রহ্মচারী হয়, তারপর গৃহস্থ, তারপর বানপ্রস্থ এবং অবশেষে সন্ন্যাসী হয়। বনে গমন করার অর্থ হচ্ছে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করা, যা গৃহস্থ-জীবন এবং সন্ন্যাস-জীবনের মধ্যবর্তী অবস্থা। *বিষ্ণুপুরাণে* (৩/৮/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ বিষ্ণুরারাধ্যতে*—বর্ণ এবং আশ্রমের প্রথা অবলম্বন করে মানুষ অনায়াসে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার স্তরে উন্নীত হতে পারেন। তা না হলে, মানুষ যদি দেহাত্মবুদ্ধির স্তরেই থাকে, তা হলে তাকে এই জড় জগতে পচতে হবে এবং তার জীবন সর্বতোভাবে ব্যর্থ হবে। মানব-সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি ভাগে বিভক্ত করা অবশ্য কর্তব্য, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য মানুষের জীবনকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—এই চারটি স্তরের মাধ্যমে ক্রমশ বিকশিত করা অবশ্য কর্তব্য। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতাকে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করতে বলেছিলেন, কারণ একজন গৃহস্থরূপে তিনি অত্যধিক দেহাসক্তির ফলে ক্রমশ আসুরিক-ভাবাপন্ন হয়ে উঠছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতাকে বলেছিলেন যে, গৃহরূপ অন্ধকূপে ক্রমশ অধঃপতিত হওয়ার থেকে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করাই শ্রেয়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা পৃথিবীর সমস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাই তাঁরা যেন বৃন্দাবনে এসে তাঁদের অবসর জীবন গ্রহণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি সাধন করেন।

শ্লোক ৬

শ্রীনারদ উবাচ

শ্রুত্বা পুত্রগিরো দৈত্যঃ পরপক্ষসমাহিতাঃ ।
জহাস বুদ্ধির্বালানাং ভিদ্যতে পরবুদ্ধিভিঃ ॥ ৬ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **পুত্র-গিরঃ**—তার পুত্রের উপদেশ-বাণী; **দৈত্যঃ**—হিরণ্যকশিপু; **পরপক্ষ**—শত্রুপক্ষ; **সমাহিতাঃ**—পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাশীল; **জহাস**—হেসেছিলেন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **বালানাম্**—বালকদের; **ভিদ্যতে**—কলুষিত; **পর-বুদ্ধিভিঃ**—শত্রুপক্ষের উপদেশের দ্বারা।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—প্রহ্লাদ মহারাজ যখন ভগবদ্ভক্তিরূপ আত্ম-উপলব্ধির পন্থা সম্বন্ধে বললেন, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের মুখে শত্রুপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বাক্য শ্রবণ করে হেসে বলেছিলেন, "বালকদের বুদ্ধি এইভাবেই শত্রুর বাণীর দ্বারা বিপর্যস্ত হয়।"

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু ছিল দৈত্য, তাই সে সর্বদাই ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর ভক্তদের তার শত্রু বলে মনে করত। সেই জন্য এখানে *পরপক্ষ* (শত্রুপক্ষ) শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। হিরণ্যকশিপু কখনও বিষ্ণু বা কৃষ্ণের বাণী গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে, সে বৈষ্ণবের বুদ্ধির প্রতি ক্রোধান্বিত ছিল। ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও", কিন্তু হিরণ্যকশিপুর মতো অসুরেরা কখনও তা স্বীকার করে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ় নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৫) অসুরভাব বা আসুরিক প্রবৃত্তি যে কেমন তা স্পষ্টভাবে হিরণ্যকশিপুর আচরণে দেখা যায়। এই প্রকার মূঢ় এবং নরাধমেরা কখনই বিষ্ণুকে পরমেশ্বর বলে স্বীকার করে তাঁর শরণাগত হয় না। হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদ

যে শত্রুপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সেই কথা জানতে পেরে ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়েছিল। তাই সে আদেশ দিয়েছিল নারদ মুনির মতো সাধুদের যেন তার পুত্রের বাসস্থানে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়, কারণ তা হলে বৈষ্ণবের উপদেশে প্রহ্লাদ আরও খারাপ হয়ে যাবে।

শ্লোক ৭

সম্যঙ্নিধার্যতাং বালো গুরুগেহে দ্বিজাতিভিঃ ।
বিষ্ণুপক্ষৈঃ প্রতিচ্ছন্নৈর্ন ভিদ্যেতাস্য ধীর্যথা ॥ ৭ ॥

সম্যক্—সম্পূর্ণরূপে; **বিধার্যতাম্**—রক্ষা করা হোক; **বালঃ**—এই অল্পবয়স্ক বালকটিকে; **গুরুগেহে**—গুরুকুলে, যেখানে গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করার জন্য বালকদের প্রেরণ করা হয়; **দ্বি-জাতিভিঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **বিষ্ণু-পক্ষৈঃ**—যাঁরা বিষ্ণুপক্ষীয়; **প্রতিচ্ছন্নৈঃ**—ছদ্মবেশে; **ন ভিদ্যেত**—প্রভাবিত করতে না পারে; **অস্য**—তার; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **যথা**—যাতে।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার অনুচরদের আদেশ দিয়েছিল—হে দৈত্যগণ, তোমরা এই বালককে গুরুকুলে এমনভাবে রক্ষা কর, যাতে ছদ্মবেশী বৈষ্ণবেরা আর তার বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে না পারে।

তাৎপর্য

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে কখনও কখনও ভক্তদের কর্মীর পোশাক পরতে হয়, কারণ আসুরিক রাজ্যে সকলেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। বর্তমান যুগের অসুরেরা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে একটুও পছন্দ করে না। গৈরিক বসন পরিহিত, তিলক-মালাধারী বৈষ্ণবদের দেখা মাত্রই তারা উত্ত্যক্ত হয়। তারা হরেকৃষ্ণ বলে বৈষ্ণবদের উপহাস করে। কখনও কখনও কেউ কেউ অবশ্য নিষ্ঠা সহকারে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র যেহেতু পরম, তাই উভয়ক্ষেত্রেই, পরিহাস করেই হোক অথবা নিষ্ঠা সহকারেই হোক, নাম কীর্তন করার ফলে তাদের লাভই হয়। অসুরেরা যখন হরেকৃষ্ণ কীর্তন করে, তখন বৈষ্ণবেরা প্রসন্ন হন, কারণ তার ফলে বোঝা যায় যে, হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় হচ্ছে। হিরণ্যকশিপুর মতো বড় বড় অসুরেরা বৈষ্ণবদের দণ্ড দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং

তারা সর্বদা চেষ্টা করে যাতে বৈষ্ণবেরা তাঁদের গ্রন্থাবলী বিক্রয় এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার না করতে পারে। এইভাবে বহুকাল পূর্বে হিরণ্যকশিপু যা করেছিল, আজও তা হচ্ছে। এটিই বৈষয়িক জীবনের ধারা। অসুর বা জড়বাদীরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রগতি একেবারেই পছন্দ করে না, এবং নানাভাবে তারা তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। তবুও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের এগিয়ে যেতে হবে—বৈষ্ণববেশেই হোক অথবা অন্য বেশে হোক, তাঁদের প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে হবে। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন *শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ*—সৎ ব্যক্তিকে যখন শঠের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়, তখন তাকেও শঠের মতো আচরণ করতে হয়, প্রতারণা করার জন্য নয়—তাঁর প্রচারকার্য সফল করার জন্য।

শ্লোক ৮

গৃহমানীতমাহূয় প্রহ্লাদং দৈত্যযাজকাঃ ।
প্রশস্য শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সমপৃচ্ছন্ত সামভিঃ ॥ ৮ ॥

গৃহম্—শিক্ষকদের (ষণ্ড এবং অমর্কের) গৃহে; **আনীতম্**—নিয়ে আসা হলে; **আহূয়**—ডেকে; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদকে; **দৈত্য-যাজকাঃ**—দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুরোহিতেরা; **প্রশস্য**—প্রশংসাসূচক; **শ্লক্ষ্ণয়া**—অত্যন্ত মৃদুভাবে; **বাচা**—বাক্য; **সমপৃচ্ছন্ত**—তারা জিজ্ঞাসা করেছিল; **সামভিঃ**—মনোরম বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর ভৃত্যেরা যখন প্রহ্লাদকে গুরুকুলে নিয়ে এসেছিল, তখন দৈত্যদের পুরোহিত ষণ্ড এবং অমর্ক তাঁকে প্রশংসাসূচক প্রেমময় কোমল বচনে জিজ্ঞাসা করেছিল।

তাৎপর্য

দৈত্যদের পুরোহিত ষণ্ড এবং অমর্ক প্রহ্লাদ মহারাজের কাছ থেকে জানতে আগ্রহান্বিত হয়েছিল, কে সেই বৈষ্ণবরা যাঁরা তাঁকে কৃষ্ণভক্তির উপদেশ প্রদান করতে এসেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেই বৈষ্ণবদের নামগুলি জেনে নেওয়া। প্রথমে তারা বালককে ভয় দেখায়নি, কারণ ভয় পেলে সে হয়তো প্রকৃত অপরাধীদের নাম বলত না। তাই তারা অত্যন্ত মধুর বচনে শান্তভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

শ্লোক ৯

বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে সত্যং কথয় মা মৃষা ।
বালানতি কুতস্তুভ্যমেষ বুদ্ধিবিপর্যয়ঃ ॥ ৯ ॥

বৎস—হে বৎস; **প্রহ্লাদ**—প্রহ্লাদ; **ভদ্রম্ তে**—তোমার মঙ্গল হোক; **সত্যম্**—সত্য; **কথয়**—বল; **মা**—না; **মৃষা**—মিথ্যা কথা; **বালান্ অতি**—অন্য অসুর-বালকদের অতিক্রম করে; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **তুভ্যম্**—তোমার; **এষঃ**—এই; **বুদ্ধি**—বুদ্ধির; **বিপর্যয়ঃ**—কলুষিত।

অনুবাদ

হে বৎস প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি সত্যি কথা বল, মিথ্যা বল না। এই সমস্ত বালকেরা তোমার মতো নয়, কারণ তারা তোমার মতো বিপরীত বাণী বলছে না। এই শিক্ষা তুমি কিভাবে পেয়েছ? তোমার বুদ্ধি এইভাবে বিপর্যস্ত হল কি করে?

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন তখনও একটি বালক, এবং তাই তাঁর শিক্ষকেরা মনে করেছিল যে, তারা যদি সেই বালকটিকে প্রশংসা বাক্যের দ্বারা ভোলাতে পারে, তা হলে সে সত্য সত্যই তাদের কাছে বলবে, কোন্ বৈষ্ণবেরা সেখানে এসে তাকে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দান করেছিল। এটি অবশ্য অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, সেই একই পাঠশালায় অন্য দৈত্য-বালকেরা নষ্ট হয়নি; কেবল প্রহ্লাদ মহারাজই বৈষ্ণবদের উপদেশে যেন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য ছিল প্রহ্লাদের বুদ্ধি বিপর্যস্তকারী সেই বৈষ্ণবেরা কারা, তা জানা।

শ্লোক ১০

বুদ্ধিভেদঃ পরকৃত উতাহো তে স্বতোঽভবৎ ।
ভণ্যতাং শ্রোতুকামানাং গুরূণাং কুলনন্দন ॥ ১০ ॥

বুদ্ধি-ভেদঃ—বুদ্ধির বিপর্যয়; **পর-কৃতঃ**—শত্রুদের দ্বারা কৃত; **উতাহো**—অথবা; **তে**—তোমার; **স্বতঃ**—নিজের দ্বারা; **অভবৎ**—হয়েছিল; **ভণ্যতাম্**—বল; **শ্রোতু-কামানাম্**—আমাদের, যারা তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী; **গুরূণাম্**—তোমার শিক্ষকদের; **কুল-নন্দন**—হে কুলের শ্রেষ্ঠ বংশধর।

অনুবাদ

হে কুলশ্রেষ্ঠ, তোমার এই বুদ্ধির বিপর্যয় তোমার নিজের দ্বারা হয়েছে, না শত্রুদের দ্বারা? আমরা তোমার গুরু এবং সেই কথা জানতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। আমাদের কাছে তুমি সত্যি কথা বল।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষকেরা একটি ছোট্ট বালককে এইভাবে অতি উচ্চ বৈষ্ণব-দর্শন বলতে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিল। তাই তারা জানতে চেয়েছিল, গোপনে যারা তাঁকে সেই শিক্ষা দিয়েছিল, সেই বৈষ্ণবেরা কারা। তা হলে তারা সেই বৈষ্ণবদের বন্দী করে প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপুর সমক্ষে হত্যা করতে পারত।

শ্লোক ১১

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

পরঃ স্বশ্চেত্যসদ্‌গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ ।
বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ১১ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন; **পরঃ**—একজন শত্রু; **স্বঃ**—একজন আত্মীয় বা বন্ধু; **চ**—ও; **ইতি**—এইভাবে; **অসদ্‌গ্রাহঃ**—জীবনের ভৌতিক ধারণা; **পুংসাম্**—পুরুষদের; **যৎ**—যাঁর; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **কৃতঃ**—সৃষ্ট; **বিমোহিত**—মোহাচ্ছন্ন; **ধিয়াম্**—যাদের বুদ্ধি; **দৃষ্টঃ**—দেখা যায়; **তস্মৈ**—সেই; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—যাঁর মায়া মানুষের বুদ্ধিকে বিমোহিত করে "আমার বন্ধু" এবং "আমার শত্রু" এই ভেদভাব সৃষ্টি করায়, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যদিও আমি এই বিষয়ে পূর্বে প্রামাণিক সূত্রে শ্রবণ করেছি, কিন্তু এখন আমি তা বাস্তবিক উপলব্ধি করছি ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/১৮) বলা হয়েছে—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি যথার্থ জ্ঞানবান পণ্ডিত সমদর্শী হন।" *পণ্ডিতাঃ,* যাঁরা প্রকৃতই বিদ্বান, তাঁরা সমদর্শী। পূর্ণজ্ঞান সমন্বিত শুদ্ধ ভক্ত কোন জীবকে তাঁর বন্ধু অথবা শত্রুরূপে দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে তাঁর উদার দৃষ্টিতে তিনি সকলকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশরূপে দর্শন করেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়— কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'* । ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হওয়ার ফলে প্রতিটি জীবের কর্তব্য ভগবানের সেবা করা, ঠিক যেমন দেহের প্রতিটি অঙ্গ পূর্ণ শরীরের সেবা করে।

ভগবানের দাসরূপে সমস্ত জীবই সমান, কিন্তু বৈষ্ণব তাঁর স্বাভাবিক দৈন্যবশত অন্য সমস্ত জীবদের প্রভু বলে সম্বোধন করেন। বৈষ্ণব অন্য সেবকদের এতই উন্নত বলে দর্শন করেন যে, তিনি মনে করেন, তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। তাই তিনি ভগবানের অন্য সমস্ত ভক্তদের তাঁর প্রভু বলে মনে করেন। যদিও সকলেই ভগবানের সেবক, তবুও একজন বৈষ্ণব সেবক তাঁর দৈন্যবশত অন্য সেবকদের তাঁর প্রভুরূপে দর্শন করেন। এই প্রভুত্বের উপলব্ধি শুরু হয় শ্রীগুরুদেবকে জানার মাধ্যমে।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি ॥

"শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত কোন রকম আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন সম্ভব নয়।"

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

"শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের মতো সম্মান করতে হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের পরম বিশ্বস্ত সেবক। সেই কথা সমস্ত শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে এবং সমস্ত মহাজনেরা

তা অনুসরণ করেছেন। তাই আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি শ্রীহরির (শ্রীকৃষ্ণের) প্রামাণিক প্রতিনিধি।" ভগবানের সেবক শ্রীগুরুদেব ভগবানের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সেবায় যুক্ত। সেই সেবাটি হচ্ছে সমস্ত বদ্ধ জীবদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করা। এই মায়ার প্রভাবে মানুষ মনে করে, "এই ব্যক্তি আমার শত্রু, এবং ঐ ব্যক্তিটি আমার বন্ধু।" প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের বন্ধু, এবং সমস্ত জীব ভগবানের নিত্য দাস। এই উপলব্ধির মাধ্যমে একত্ব সম্ভব, কৃত্রিমভাবে আমরা সকলে ভগবান অথবা ভগবানের সমান বলে মনে করার মাধ্যমে নয়। বাস্তব উপলব্ধিই হচ্ছে, ভগবান পরম প্রভু এবং আমরা সকলে তাঁর সেবক, এবং সেই সূত্রে আমরা সকলেই সমান স্তরে রয়েছি। এই শিক্ষা প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনির কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু বিভ্রান্ত জীবেরা যে কিভাবে এক ব্যক্তিকে তাদের শত্রু এবং অন্য ব্যক্তিকে তাদের বন্ধু বলে মনে করে, তা দেখে প্রহ্লাদ মহারাজ আশ্চর্য হয়েছিলেন।

মানুষ যতক্ষণ ভেদবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একজনকে বন্ধু এবং অপরকে শত্রু বলে মনে করে, ততক্ষণ সে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ বলে বুঝতে হবে। মায়াবাদীরা যে মনে করে সমস্ত জীবই ভগবান এবং তাই সব কিছুই এক, সেই ধারণাটিও ভ্রান্ত। কেউই ভগবানের সমান নয়। ভৃত্য কখনও প্রভুর সমকক্ষ হতে পারে না। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে প্রভু এক এবং ভৃত্যও এক, কিন্তু প্রভু-ভৃত্যের পার্থক্য মুক্ত হওয়ার পরেও থাকে। বদ্ধ অবস্থায় আমরা মনে করি যে, কোন জীব আমাদের বন্ধু এবং অন্য কোন জীব আমাদের শত্রু, এবং তার ফলে আমরা দ্বৈত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত থাকি। মুক্ত অবস্থায় কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে, ভগবান হচ্ছেন প্রভু এবং সমস্ত জীবেরা তাঁর ভৃত্য। তার ফলে দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত হয়ে অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়।

শ্লোক ১২

স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধির্বিভিদ্যতে ।
অন্য এষ তথান্যোঽহমিতি ভেদগতাসতী ॥ ১২ ॥

সঃ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **যদা**—যখন; **অনুব্রতঃ**—অনুকূল হন বা প্রসন্ন হন; **পুংসাম্**—বদ্ধ জীবদের; **পশু-বুদ্ধিঃ**—পশুতুল্য বুদ্ধি ("আমি পরমেশ্বর ভগবান এবং

সকলেই ভগবান"); **বিভিদ্যতে**—বিনষ্ট হয়; **অন্যঃ**—অন্য; **এষঃ**—এই; **তথা**—ও; **অন্যঃ**—অন্য; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **ভেদ**—পার্থক্য; **গত**—সমন্বিত; **অসতী**—সর্বনাশা।

অনুবাদ

ভগবান যখন কোন জীবের প্রতি তাঁর ভক্তির ফলে প্রসন্ন হন তখন তিনি পণ্ডিত হন এবং শত্রু, মিত্র ও নিজের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না। তখন তিনি বুদ্ধিমত্তা সহকারে মনে করেন, "আমরা সকলেই ভগবানের নিত্যদাস, এবং তাই আমরা পরস্পরের থেকে ভিন্ন নই।"

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষক এবং আসুরিক পিতা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁর বুদ্ধি কিভাবে কলুষিত হয়েছে, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন, "আমার বুদ্ধি কলুষিত হয়নি। পক্ষান্তরে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে আমি এখন জানতে পেরেছি যে, কেউই আমার শত্রু নয় এবং কেউই আমার বন্ধু নয়। আমরা সকলেই প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু মায়ার প্রভাবে আমরা মনে করি যে, একে অপরের সঙ্গে বন্ধু এবং শত্রুরূপে আমরা ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমি এখন মুক্ত হয়েছি, এবং তাই সাধারণ মানুষের মতো আমি আর মনে করছি না যে, আমি হচ্ছি ভগবান এবং অন্যেরা আমার বন্ধু অথবা শত্রু। আমি এখন যথাযথভাবে বুঝতে পারছি যে, সকলেই ভগবানের নিত্য দাস এবং আমাদের কর্তব্য সেই পরম প্রভুর সেবা করা, কারণ তখন আমরা ভৃত্যরূপে একত্বের স্তরে স্থিত হব।"

অসুরেরা সকলকেই হয় বন্ধু নয় শত্রু বলে মনে করে, কিন্তু বৈষ্ণবেরা বলেন, যেহেতু সকলেই ভগবানের দাস, তাই সকলেই সমস্তরে রয়েছেন। তাই বৈষ্ণব অন্য জীবদের বন্ধু অথবা শত্রু বলে মনে করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার চেষ্টা করেন। তাঁরা সকলকে শিক্ষা দেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের ভৃত্যরূপে আমরা সকলেই সমান, কিন্তু অনর্থক জাতি, সমাজ এবং বন্ধু ও শত্রুর অন্যান্য গোষ্ঠী সৃষ্টি করে আমরা আমাদের জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় করছি। সকলেরই কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসা উচিত এবং তার ফলে ভগবানের ভৃত্যরূপে একত্ব অনুভব করা উচিত। ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন প্রকার যোনি থাকলেও বৈষ্ণব এই একত্ব অনুভব করেন। *ঈশোপনিষদে* উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *একত্বমনুপশ্যতঃ*। ভক্তের কর্তব্য সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে দর্শন করা

এবং প্রতিটি জীবকে ভগবানের নিত্য দাসরূপে দর্শন করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় *একত্বম্।* যদিও প্রভু এবং ভৃত্যের সম্পর্ক রয়েছে, তবুও প্রভু এবং ভৃত্য উভয়েরই সত্তা চিন্ময় হওয়ার ফলে তাঁরা এক। এটিও *একত্বম্।* এইভাবে বৈষ্ণবদের *একত্বমের* ধারণা মায়াবাদীদের থেকে ভিন্ন।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কিভাবে সে তাঁর বংশের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। পরিবারের কেউ যখন কোন শত্রুর দ্বারা নিহত হয়, তখন পরিবারের সকলে স্বাভাবিকভাবেই সেই হত্যাকারীর শত্রুতে পরিণত হয়, কিন্তু হিরণ্যকশিপু দেখেছিল প্রহ্লাদ সেই হত্যাকারীর বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। তাই সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "এই ধরনের বুদ্ধি তোমার মধ্যে কে সৃষ্টি করেছে? তুমি কি নিজে নিজেই এইভাবে ভেবেছ? যেহেতু তুমি একটি ছোট্ট বালক, তাই কেউ নিশ্চয়ই তোমাকে এইভাবে চিন্তা করতে প্ররোচিত করেছে।" প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিতে চেয়েছিলেন যে, বিষ্ণুর প্রতি অনুকূল মনোভাব তখনই বিকশিত হয়, যখন ভগবান অনুকূল হন (*স যদানুব্রতঃ*)। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই বন্ধু (*সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি*)। ভগবান কখনই কোটি কোটি জীবের মধ্যে কারোরই শত্রু হন না, পক্ষান্তরে তিনি সকলেরই সুহৃদ। এটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। কেউ যদি মনে করে যে ভগবান তার শত্রু, তা হলে তার বুদ্ধি পশুবুদ্ধি। সে ভ্রান্তভাবে মনে করে, "আমি আমার শত্রু থেকে ভিন্ন, এবং আমার শত্রু আমার থেকে ভিন্ন। আমার শত্রু এটি করেছে এবং তাই আমার কর্তব্য তাকে হত্যা করা।" এই ভ্রান্ত ধারণাকে এই শ্লোকে *ভেদগতাসতী* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে সকলেই ভগবানের দাস। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। ভগবানের দাসরূপে আমরা এক, এবং তাই শত্রুতা অথবা মিত্রতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমরা যদি প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পারি যে, আমাদের প্রত্যেকেই ভগবানের দাস, তা হলে শত্রুতা বা মিত্রতার প্রশ্ন কি করে থাকতে পারে?

ভগবানের সেবার জন্য সকলেরই বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিত। সকলেরই কর্তব্য অন্যের ভগবৎ সেবার প্রশংসা করা এবং নিজের সেবার জন্য গর্বিত না হওয়া। এটিই বৈষ্ণবের চিন্তাধারা, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠচিন্তা। ভৃত্যদের মধ্যে সেবার ব্যাপারে আপাতদৃষ্টিতে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে অন্য ভৃত্যের সেবা প্রশংসিত হয়, নিন্দিত হয় না। এটিই বৈকুণ্ঠ প্রতিযোগিতা। ভৃত্যদের মধ্যে শত্রুতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সকলকেই তাদের পূর্ণ সামর্থ্য অনুসারে

ভগবানের সেবা করতে দেওয়া উচিত এবং সকলেরই কর্তব্য অন্যের সেবার প্রশংসা করা। এটিই হচ্ছে বৈকুণ্ঠের কার্যকলাপ। যেহেতু সকলেই ভৃত্য, সকলেই সমস্তরভুক্ত, তাই সকলকেই তার সামর্থ্য অনুসারে সেবা করতে দেওয়া উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে তাঁর ভৃত্যের মনোভাব অনুসারে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু ভগবান ভক্তদের এবং অভক্তদের ভিন্ন ভিন্নভাবে আদেশ দেন। অভক্তেরা ভগবানের আধিপত্য মানতে চায় না, এবং তাই ভগবান তাদের এমনভাবে নির্দেশ দেন যাতে তারা জন্ম-জন্মান্তরে ভগবানের সেবা করার কথা ভুলে যায়, এবং তাই তারা প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডিত হয়। কিন্তু ভক্ত যখন অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করতে চায়, তখন ভগবান তাঁকে ভিন্নভাবে নির্দেশ দেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) ভগবান বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।" সকলেই প্রকৃতপক্ষে ভৃত্য—কেউ শত্রু বা মিত্র নয়, সকলেই ভগবানের বিভিন্ন নির্দেশ অনুসারে কার্য করছে, এবং ভগবান প্রতিটি জীবকে তার মানসিকতা অনুসারে নির্দেশ দিচ্ছেন।

শ্লোক ১৩

স এষ আত্মা স্বপরেত্যবুদ্ধিভি-
র্দুরত্যয়ানুক্রমণো নিরূপ্যতে ।
মুহ্যন্তি যদ্বর্ত্মনি বেদবাদিনো
ব্রহ্মাদয়ো হ্যেষ ভিনত্তি মে মতিম্ ॥ ১৩ ॥

সঃ—তিনি; **এষঃ**—এই; **আত্মা**—সকলের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা; **স্ব-পর**—এটি আমার ব্যাপার এবং ওটি অন্য কারোর; **ইতি**—এইভাবে; **অবুদ্ধিভিঃ**—যাদের এই প্রকার কুবুদ্ধি তাদের দ্বারা; **দুরত্যয়**—অনুসরণ করা অত্যন্ত কঠিন; **অনুক্রমণঃ**—যার ভক্তি; **নিরূপ্যতে**—নিরূপিত হয় (শাস্ত্র অথবা গুরুদেবের উপদেশের দ্বারা); **মুহ্যন্তি**—মোহিত হয়; **যৎ**—যাঁর; **বর্ত্মনি**—পথে; **বেদ-বাদিনঃ**—বৈদিক নির্দেশ

অনুসরণকারী; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এষঃ**—এই; **ভিনত্তি**—পরিবর্তন করে; **মে**—আমার; **মতিম্**—বুদ্ধি।

অনুবাদ

যারা সর্বদা 'শত্রু' এবং 'মিত্র' এর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে, তারা তাদের অন্তরে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের কি কথা, এমন কি ব্রহ্মার মতো বৈদিক শাস্ত্রবেত্তা মহান ব্যক্তিও কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে গিয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এই প্রকার পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন যে ভগবান তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আপনাদের তথাকথিত শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করার বুদ্ধি প্রদান করেছেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ সরলভাবে স্বীকার করেছেন, "হে অধ্যাপকগণ, আপনারা ভ্রান্তভাবে মনে করছেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু আপনাদের শত্রু, কিন্তু যেহেতু তিনি আমার প্রতি অনুকূল, তাই আমি বুঝতে পেরেছি যে, তিনি সকলেরই সুহৃদ। আপনারা মনে করতে পারেন যে, আমি আপনাদের শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার প্রতি তাঁর মহৎ কৃপা বর্ষণ করেছেন।"

শ্লোক ১৪

যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ ।
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া ॥ ১৪ ॥

যথা—যেমন; **ভ্রাম্যতি**—ভ্রমণ করে; **অয়ঃ**—লোহা; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণগণ; **স্বয়ম্**—নিজে নিজেই; **আকর্ষ**—চুম্বকের; **সন্নিধৌ**—নিকটে; **তথা**—তেমনই; **মে**—আমার; **ভিদ্যতে**—পরিবর্তিত হয়; **চেতঃ**—চেতনা; **চক্রপাণেঃ**—চক্রধারী ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **যদৃচ্ছয়া**—কেবল তাঁর ইচ্ছার দ্বারা।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ (অধ্যাপকগণ), লোহা যেমন চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আপনা থেকেই চুম্বকের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনই আমার চেতনা ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে চক্রপাণির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই আমার আর কোন স্বাতন্ত্র্য নেই।

তাৎপর্য

চুম্বকের প্রতি লোহার আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমস্ত জীবের আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, এবং তাই ভগবানের আসল নাম হচ্ছে কৃষ্ণ, অর্থাৎ তিনি সকলকে এবং সব কিছুকে আকর্ষণ করেন। এই আকর্ষণের আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখা যায় বৃন্দাবনে, যেখানে সব কিছুই এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট। নন্দ মহারাজ, মা যশোদা আদি গুরুজনেরা, শ্রীদাম, সুদাম আদি গোপসখারা, শ্রীমতী রাধারাণী এবং তাঁর সহচরী গোপবালিকারা, এমন কি পশু, পক্ষী, গাভী, গোবৎস আদি সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। এমন কি উদ্যানের ফুল এবং ফলও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট, যমুনার তরঙ্গ, ভূমি, আকাশ, বৃক্ষ, লতা, পশু-পক্ষী এবং অন্য সমস্ত জীবেরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট। সেটিই বৃন্দাবনে সব কিছুর স্বাভাবিক স্থিতি।

বৃন্দাবনের ঠিক বিপরীত অবস্থা এই জড় জগতের, যেখানে কেউই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট নয়, পক্ষান্তরে সকলেই মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট। এটিই চিৎ-জগৎ এবং জড় জগতের পার্থক্য। এই জড় জগতের হিরণ্যকশিপু কামিনী এবং কাঞ্চনের দ্বারা আকৃষ্ট ছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর স্বাভাবিক স্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট ছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজকে হিরণ্যকশিপু যখন প্রশ্ন করেছিল কেন তিনি বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছেন, তার উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিরুদ্ধ নয়, কারণ সকলেরই স্বাভাবিক স্থিতি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া। হিরণ্যকশিপু এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বিরুদ্ধ বলে মনে করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন যে, তার কারণ হচ্ছে অস্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া। হিরণ্যকশিপুর তাই পরিশুদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা ছিল।

জীব যখনই জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হয় (*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*)। জড় জগতে সকলেই ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের কলুষের দ্বারা কলুষিত, এবং তাই তারা বিভিন্ন উপাধি অনুসারে আচরণ করে। কখনও মানুষরূপে, কখনও পশুরূপে, কখনও দেবতারূপে অথবা কখনও বৃক্ষরূপে তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আচরণ করে। এই সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তখন জীব স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হবে। ভক্তির পন্থা জীবকে সমস্ত অস্বাভাবিক আকর্ষণ থেকে পবিত্র করে। কেউ যখন পবিত্র হয়, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মায়ার সেবা করার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে শুরু করে। সেটিই তার স্বাভাবিক স্থিতি। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু অভক্ত জড় সুখভোগের কলুষের দ্বারা

কলুষিত হওয়ার ফলে, আকৃষ্ট হয় না। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) ভগবান বলেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।" জড় অস্তিত্বের সমস্ত পাপের কলুষ থেকে মানুষকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে। এই জড় জগতে সকলেই জড় বাসনার দ্বারা কলুষিত। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত না হয় (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*), ততক্ষণ সে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে না।

শ্লোক ১৫

শ্রীনারদ উবাচ

এতাবদ্ব্রাহ্মণায়োক্ত্বা বিররাম মহামতিঃ ।
তং সন্নিভর্ৎস্য কুপিতঃ সুদীনো রাজসেবকঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **এতাবৎ**—এতখানি; **ব্রাহ্মণায়**—ব্রাহ্মণদের, শুক্রাচার্যের পুত্রদের; **উক্ত্বা**—বলে; **বিররাম**—নীরব হয়েছিলেন; **মহা-মতিঃ**—মহা বুদ্ধিমান প্রহ্লাদ মহারাজ; **তম্**—তাঁকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে); **সন্নিভর্ৎস্য**—কঠোরভাবে তিরস্কার করে; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **সুদীনঃ**—যার চিন্তাধারা অত্যন্ত নগণ্য, অথবা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে; **রাজ-সেবকঃ**—রাজা হিরণ্যকশিপুর সেবক।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ককে এই কথা বলে মহাত্মা প্রহ্লাদ মহারাজ নীরব হলেন। সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা তখন তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। যেহেতু তারা ছিলেন হিরণ্যকশিপুর সেবক, তাই তারা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল, এবং প্রহ্লাদ মহারাজকে তিরস্কার করে তারা বলেছিল।

তাৎপর্য

শুক্র শব্দটির অর্থ 'বীর্য'। শুক্রাচার্যের পুত্রেরা ছিল শৌক্র-ব্রাহ্মণ বা জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ। কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি যাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী রয়েছে। শুক্রাচার্যের শৌক্র-সন্তান বলেই ষণ্ড এবং অমর্ক প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন ছিল না, কারণ তারা হিরণ্যকশিপুর দাসত্ব বরণ করেছিল। প্রকৃত ব্রাহ্মণ যখন দেখেন যে, কেবল তাঁর শিষ্যরাই নয়, যে কোন ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। এই প্রকার ব্রাহ্মণেরা পরম প্রভুর প্রসন্নতা বিধান করেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে ভগবান ব্যতীত অন্য কারও দাসত্ব বরণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, কারণ সেটি হচ্ছে কুকুর এবং শূদ্রের বৃত্তি। একটি কুকুর সর্বদা তার প্রভুর প্রসন্নতা বিধান করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে কারও প্রসন্নতা বিধান করতে হয় না; তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করা (*আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*)। সেটিই ব্রাহ্মণের আদর্শ গুণ। ষণ্ড এবং অমর্ক যেহেতু ছিল শৌক্র-ব্রাহ্মণ এবং তারা হিরণ্যকশিপুর মতো প্রভুর দাসত্ব বরণ করেছিল, তাই তারা অনর্থক প্রহ্লাদ মহারাজকে দণ্ড দিতে চেয়েছিল।

শ্লোক ১৬

আনীয়তামরে বেত্রমস্মাকমযশস্করঃ ।
কুলাঙ্গারস্য দুর্বুদ্ধেশ্চতুর্থোঽস্যোদিতো দমঃ ॥ ১৬ ॥

আনীয়তাম্—নিয়ে এস; **অরে**—ওরে; **বেত্রম্**—প্রহার করার যষ্টি; **অস্মাকম্**—আমাদের; **অযশস্করঃ**—অপযশ আনয়নকারী; **কুল-অঙ্গারস্য**—কুলের অঙ্গার সদৃশ; **দুর্বুদ্ধেঃ**—দুষ্টবুদ্ধি সমন্বিত; **চতুর্থঃ**—চতুর্থ; **অস্য**—তার জন্য; **উদিতঃ**—ঘোষিত; **দমঃ**—দণ্ড (দণ্ডনীতি)।

অনুবাদ

ওরে, বেত নিয়ে আয়! এই প্রহ্লাদ আমাদের অপযশের কারণ। তার দুর্বুদ্ধির ফলে সে দৈত্যকুলের অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। এখন রাজনীতির চারটি নীতির চতুর্থটির দ্বারা একে শায়েস্তা করতে হবে।

তাৎপর্য

রাজনৈতিক ব্যাপারে কেউ যখন সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন তাকে দমন করার চারটি উপায় হচ্ছে—আইনের নির্দেশ গ্রহণ করা, দান উপহার ইত্যাদির

দ্বারা শান্ত করা, উচ্চপদ প্রদান করা, অথবা অবশেষে দণ্ডদান করা। যখন কোন উপায় কার্যকরী হয় না, তখন তাকে দণ্ডদান করতে হয়। নীতিশাস্ত্রে একে বলা হয় দণ্ডনীতি। দুই শৌক্র-ব্রাহ্মণ ষণ্ড এবং অমর্ক যখন প্রহ্লাদ মহারাজের তাঁর পিতার থেকে ভিন্ন মত হওয়ার কারণ বার করতে পারল না, তখন তারা তাদের প্রভু হিরণ্যকশিপুর প্রসন্নতা বিধানের উদ্দেশ্যে প্রহ্লাদকে দণ্ডদান করার জন্য বেত্র আনয়ন করতে বলেছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু ভগবানের ভক্ত হয়েছিলেন, তাই তারা মনে করেছিল যে, সে তার দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা কলুষিত হয়েছে এবং অসুরকুলের অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। কথিত আছে, যেখানে অজ্ঞান হচ্ছে আনন্দ, সেখানে জ্ঞানবান হওয়া মূর্খতা। যে সমাজে অথবা পরিবারে সকলেই অসুর, সেখানে কারও বৈষ্ণব হওয়া নিশ্চয়ই মূর্খতা। এইভাবে প্রহ্লাদ মহারাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, তাঁর বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে কারণ তাঁর চারপাশে সকলেই, এমন কি তাঁর তথাকথিত ব্রাহ্মণ-শিক্ষকেরাও ছিল অসুর।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের অবস্থা অনেকটা প্রহ্লাদ মহারাজেরই মতো। সারা পৃথিবীর প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই ভগবদ্‌বিমুখ অসুর, এবং তাই প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার দ্বারা সর্বদা ব্যাহত হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে আমেরিকার ছেলেরা ভগবানের ভক্ত হওয়ার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, তারা সি. আই. এ সদস্য। অধিকন্তু, ভারতবর্ষের শৌক্র-ব্রাহ্মণেরা, যারা বলে যে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হওয়ার ফলেই কেবল ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, আমরা হিন্দুধর্মের সর্বনাশ করছি। আসল কথা অবশ্য, গুণ অনুসারেই মানুষ ব্রাহ্মণ হয়। যেহেতু আমরা ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকানদের ব্রাহ্মণোচিত গুণ অর্জন করার শিক্ষা দিচ্ছি এবং তাদের ব্রাহ্মণ দীক্ষা দিচ্ছি, তাই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, আমরা হিন্দুধর্মের সর্বনাশ করছি। কিন্তু এই সমস্ত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রহ্লাদ মহারাজের মতো দৃঢ়সংকল্প নিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করে যেতে হবে। হিরণ্যকশিপুর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রহ্লাদ এক আসুরিক পিতার শৌক্র-ব্রাহ্মণ পুত্রদের প্রহারের ভয়ে ভীত হননি।

শ্লোক ১৭

দৈতেয়চন্দনবনে জাতোঽয়ং কণ্টকদ্রুমঃ ।
যন্মূলোন্মূলপরশোর্বিষ্ণোর্নালায়িতোঽর্ভকঃ ॥ ১৭ ॥

দৈতেয়—দৈত্যবংশের; **চন্দন-বনে**—চন্দনবনে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছে; **অয়ম্**—এই; **কণ্টক-দ্রুমঃ**—কণ্টক বৃক্ষ; **যৎ**—যার; **মূল**—শিকড়ের; **উন্মূল**—কাটার জন্য; **পরশোঃ**—যে কুঠারের মতো; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **নালায়িতঃ**—হাতল; **অর্ভকঃ**—বালক।

অনুবাদ

এই দুষ্ট প্রহ্লাদ দৈত্যবংশরূপ চন্দনবনে কণ্টক বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। চন্দন বৃক্ষ ছেদন করার জন্য কুঠারের প্রয়োজন হয়, এবং কণ্টক বৃক্ষের কাঠ কুঠারের সংশ্লিষ্ট দণ্ডের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। দৈত্যবংশরূপ চন্দনবৃক্ষ ছেদনকারী কুঠার হচ্ছেন বিষ্ণু, আর এই প্রহ্লাদ হচ্ছে সেই কুঠারের সংশ্লিষ্ট দণ্ড।

তাৎপর্য

কণ্টক বৃক্ষ সাধারণত জন্মায় অনুর্বর ক্ষেত্রে, চন্দন বনে নয়; কিন্তু শৌক্র-ব্রাহ্মণ ষণ্ড এবং অমর্ক দৈত্য হিরণ্যকশিপুর বংশকে চন্দনবনের সঙ্গে তুলনা করেছিল এবং প্রহ্লাদ মহারাজের তুলনা করেছিল শক্ত, কঠোর কণ্টক বৃক্ষের সঙ্গে যার কাঠ দিয়ে কুঠারের সংশ্লিষ্ট দণ্ড তৈরি হয়। তারা বিষ্ণুর তুলনা করেছিল কুঠারের সঙ্গে। শুধু কুঠার কণ্টক বৃক্ষ কাটতে পারে না; সেই জন্য সংশ্লিষ্ট দণ্ডের প্রয়োজন হয়, যা কণ্টক বৃক্ষের কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। এইভাবে বিষ্ণুভক্তি রূপ কুঠারের দ্বারা আসুরিক সভ্যতারূপ কণ্টক বৃক্ষ ছেদন করা যায়। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো আসুরিক বংশের ছেলেরা ভগবান বিষ্ণুর সহায়তা করার জন্য কুঠারের সংশ্লিষ্ট দণ্ড হতে পারে, এবং তার ফলে আসুরিক সভ্যতার অরণ্য খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলা যেতে পারে।

শ্লোক ১৮

ইতি তং বিবিধোপায়ৈর্ভীষয়ংস্তর্জনাদিভিঃ ।
প্রহ্লাদং গ্রাহয়ামাস ত্রিবর্গস্যোপপাদনম্ ॥ ১৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **তম্**—তাঁকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে); **বিবিধ-উপায়ৈঃ**—নানা উপায়ের দ্বারা; **ভীষয়ন্**—তিরস্কার করে; **তর্জন-আদিভিঃ**—তর্জন আদির দ্বারা; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **গ্রাহয়ামাস**—শিক্ষা দিয়েছিল; **ত্রি-বর্গস্য**—জীবনের তিনটি বর্গ (ধর্ম, অর্থ এবং কাম); **উপপাদনম্**—যে শাস্ত্র তা প্রতিপাদন করে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক তর্জন, তিরস্কার ইত্যাদির দ্বারা তাঁকে ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ প্রতিপাদক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে লাগল। এইভাবে তারা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রহ্লাদং গ্রাহয়ামাস* শব্দগুলি গুরুত্বপূর্ণ। *গ্রাহয়ামাস* শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, তারা প্রহ্লাদ মহারাজকে ধর্ম অর্থ এবং কামের পথ গ্রহণ করাবার চেষ্টা করেছিল। মানুষ সাধারণত এই তিনটি বিষয় নিয়েই মগ্ন থাকে, মুক্তির পন্থার প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই। প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপু কেবল স্বর্ণ এবং বিষয়ভোগের প্রতিই আগ্রহী ছিল। *হিরণ্য* মানে স্বর্ণ এবং *কশিপু* শব্দটির অর্থ কোমল শয্যা যাতে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করে। *প্রহ্লাদ* শব্দটি কিন্তু ইঙ্গিত করে যিনি সর্বদা ব্রহ্ম-উপলব্ধির ফলে আনন্দময় *(ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা)*। প্রহ্লাদ মানে প্রসন্নাত্মা, সর্বদা আনন্দময়। প্রহ্লাদ ভগবানের আরাধনা করে সর্বদা আনন্দময় ছিলেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপুর নির্দেশ অনুসারে তাঁর শিক্ষকেরা তাঁকে জড়-জাগতিক বিষয়ে শিক্ষাদানের সংকল্প করেছিলেন। বিষয়াসক্ত মানুষেরা মনে করে যে, ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। বিষয়াসক্ত মানুষেরা কেবল তাদের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য বর লাভের উদ্দেশ্যে মন্দিরে গিয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। তারা সাধু বা তথাকথিত স্বামীর কাছে যায় সহজেই জড় ঐশ্বর্য লাভের উপায় খুঁজে পাওয়ার জন্য। ধর্মের নামে তথাকথিত সাধুরা জড় ঐশ্বর্য লাভের সহজ উপায় প্রদর্শন করে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের প্রসন্নতা বিধান করার চেষ্টা করে। কখনও কখনও তারা তাদের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বস্তু বা বর দান করে। কখনও কখনও তারা সোনা তৈরি করে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করে। তারপর তারা নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করে, আর মূর্খ মানুষেরা অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই প্রতারণার ফলে অন্য মানুষেরা ধর্মের পথ গ্রহণ করতে চায় না, এবং তারা জনসাধারণকে জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য কর্ম করার উপদেশ দেয়। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ তাই চলছে। কেবল বর্তমান সময়েই নয়, অনাদি কাল ধরে কেউই মোক্ষ বা মুক্তির প্রতি আগ্রহী নয়। চতুর্বর্গ হচ্ছে—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। মানুষ জড় ঐশ্বর্য লাভের জন্য ধর্মের পথ অবলম্বন করে। আর জড় ঐশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্য কি? ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ। তাই মানুষ

এই তিনটি মার্গের প্রতি আসক্ত, অর্থাৎ জড়-জাগতিক জীবনের তিনটি পন্থা। মুক্তির প্রতি কেউই আগ্রহী নয়। আর ভগবদ্ভক্তি মুক্তিরও ঊর্ধ্বে। তাই কৃষ্ণভক্তির পন্থা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। সেই কথা প্রহ্লাদ মহারাজ পরে বিশ্লেষণ করবেন। প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক তাঁকে জড়বাদী জীবনের পন্থা অবলম্বন করাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

তত এনং গুরুর্জ্ঞাত্বা জ্ঞাতজ্ঞেয়চতুষ্টয়ম্ ।
দৈত্যেন্দ্রং দর্শয়ামাস মাতৃমৃষ্টমলঙ্কৃতম্ ॥ ১৯ ॥

ততঃ—তারপর; **এনম্**—তাঁকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে); **গুরুঃ**—তাঁর শিক্ষকেরা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **জ্ঞাত**—জানা হয়েছে; **জ্ঞেয়**—যা জ্ঞাতব্য; **চতুষ্টয়ম্**—চারটি রাজনীতি (*সাম*—শান্ত করার পন্থা; *দান*—ধন আদি উপহার দান করার পন্থা; *ভেদ*—বিভেদ সৃষ্টি করা; এবং *দণ্ড*—দণ্ড দেওয়ার পন্থা); **দৈত্য-ইন্দ্রম্**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে; **দর্শয়ামাস**—নিয়ে গিয়েছিল; **মাতৃমৃষ্টম্**—তাঁর মায়ের দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়ে; **অলঙ্কৃতম্**—অলঙ্কারে বিভূষিত করে।

অনুবাদ

কিছুকাল পর প্রহ্লাদের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক মনে করেছিল যে, প্রহ্লাদ মহারাজ সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ডনীতি সম্বন্ধে যথাযথভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন, তখন তারা একদিন প্রহ্লাদের মায়ের দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়ে এবং অলঙ্কার আদির দ্বারা সুন্দরভাবে সাজিয়ে তাঁর পিতার কাছে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

যে শিক্ষার্থী শাসক বা রাজা হবে তার পক্ষে এই চারটি রাজনীতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। রাজা এবং প্রজাদের মধ্যে সর্বদাই বিরোধ হয়। তাই কোনও নাগরিক যখন জনসাধারণকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, তখন রাজার কর্তব্য তাকে ডেকে এনে বলা যে, "আপনি রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আপনি কেন জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবেন?" এই প্রকার মধুর বাক্যের দ্বারা শান্ত করা। সেই নাগরিক যদি তাতে শান্ত না হয়, তা হলে রাজার কর্তব্য তাকে রাজ্যপাল, মন্ত্রী আদি উচ্চপদ প্রদান করা, যাতে সে মোটা বেতন

লাভ করার লোভে রাজার বশ্যতা স্বীকার করে। শত্রু যদি তা সত্ত্বেও প্রজাদের উত্তেজিত করতে থাকে, তা হলে রাজার কর্তব্য শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয়, তা হলে রাজার কর্তব্য কঠোর দণ্ড দান করা—তাকে কারারুদ্ধ করা, অথবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা। হিরণ্যকশিপু কর্তৃক নিযুক্ত শিক্ষকেরা প্রহ্লাদ মহারাজকে শিক্ষা দিয়েছিল, কিভাবে প্রজাদের উপর খুব ভালভাবে আধিপত্য করার জন্য রাজনীতিবিদ হতে হয়।

শ্লোক ২০

পাদয়োঃ পতিতং বালং প্রতিনন্দ্যাশিষাসুরঃ ।
পরিষ্বজ্য চিরং দোর্ভ্যাং পরমামাপ নির্বৃতিম্ ॥ ২০ ॥

পাদয়োঃ—চরণে; **পতিতম্**—পতিত; **বালম্**—বালককে (প্রহ্লাদ মহারাজকে); **প্রতিনন্দ্য**—অনুপ্রাণিত করে; **আশিষা**—আশীর্বাদের দ্বারা ("হে বৎস, তুমি দীর্ঘায়ু হও এবং সুখী হও" ইত্যাদি); **অসুরঃ**—অসুর হিরণ্যকশিপু; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **চিরম্**—স্নেহবশত দীর্ঘকাল ধরে; **দোর্ভ্যাম্**—তার দুই বাহুর দ্বারা; **পরমাম্**—মহান; **আপ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **নির্বৃতিম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে তার চরণে পতিত হয়ে প্রণাম করতে দেখে স্নেহভরে আশীর্বাদ করেছিল এবং তাঁকে তার দুই বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করেছিল। পিতা স্বভাবতই পুত্রকে আলিঙ্গন করে আনন্দ অনুভব করে। হিরণ্যকশিপুও তার ফলে পরম আনন্দ অনুভব করেছিল।

শ্লোক ২১

আরোপ্যাঙ্কমবঘ্রায় মূর্ধন্যশ্রুকলাম্বুভিঃ ।
আসিঞ্চন্ বিকসদ্বক্ত্রমিদমাহ যুধিষ্ঠির ॥ ২১ ॥

আরোপ্য—স্থাপন করে; **অঙ্কম্**—কোলে; **অবঘ্রায় মূর্ধনি**—তার মস্তক আঘ্রাণ করে; **অশ্রু**—অশ্রু; **কলাম্বুভিঃ**—বিন্দুর দ্বারা; **আসিঞ্চন্**—সিক্ত করে; **বিকসৎ-বক্ত্রম্**—প্রসন্ন বদনে; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিল; **যুধিষ্ঠির**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে তার কোলে নিয়ে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করেছিল। তার স্নেহাশ্রু তার পুত্রের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলকে সিক্ত করেছিল। সে তার পুত্রকে এই প্রকার বলেছিল।

তাৎপর্য

পুত্র বা শিষ্য যখন পিতা বা গুরুদেবের চরণে পতিত হয়ে প্রণাম করে, তখন গুরুজন তার মস্তক আঘ্রাণ করে তাকে আশীর্বাদ করেন।

শ্লোক ২২

হিরণ্যকশিপুরুবাচ

প্রহ্লাদানূচ্যতাং তাত স্বধীতং কিঞ্চিদুত্তমম্ ।
কালেনৈতাবতায়ুষ্মন্ যদশিক্ষদ্‌গুরোর্ভবান্ ॥ ২২

হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—রাজা হিরণ্যকশিপু বললেন; **প্রহ্লাদ**—হে প্রিয় প্রহ্লাদ; **অনূচ্যতাম্**—বল; **তাত**—হে বৎস; **স্বধীতম্**—ভালভাবে শিখেছ; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **উত্তমম্**—অত্যন্ত সুন্দর; **কালেন এতাবতা**—এতকাল; **আয়ুষ্মন্**—হে দীর্ঘায়ু-সম্পন্ন; **যৎ**—যা; **অশিক্ষৎ**—শিখেছ; **গুরোঃ**—তোমার শিক্ষকদের কাছে; **ভবান্**—তুমি।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু বললেন—হে প্রিয় প্রহ্লাদ, হে বৎস, হে আয়ুষ্মান্, তুমি এতকাল তোমার গুরুর কাছে যা কিছু শিখেছ, তার মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ বলে তুমি মনে কর তা আমাকে বল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেছে তিনি তাঁর গুরুর কাছে কি শিক্ষা লাভ করেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজের গুরু ছিলেন দুই প্রকার—শুক্রাচার্যের দুই পুত্র, ষণ্ড এবং অমর্ক, যারা শৌক্র-পরম্পরায় প্রহ্লাদের পিতা কর্তৃক নিযুক্ত গুরু, কিন্তু তাঁর অন্য গুরু ছিলেন মহান নারদ মুনি, যিনি প্রহ্লাদকে উপদেশ দিয়েছিলেন যখন প্রহ্লাদ তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাঁর পিতার এই প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির কাছ থেকে যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন,

সেই কথা বলেছিলেন। তার ফলে পুনরায় মত-বিভেদ হয়েছিল, কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর গুরুদেবের কাছে যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সেই কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপু ষণ্ড এবং অমর্কের কাছে প্রহ্লাদ যে রাজনীতি এবং কূটনীতি সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই সম্বন্ধে শুনতে চেয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনির কাছে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই কথা বলতে শুরু করায় পিতা-পুত্রের বিরোধ ক্রমশ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ২৩-২৪

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ২৩ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; **শ্রবণম্**—শ্রবণ; **কীর্তনম্**—কীর্তন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর (অন্য কারও নয়); **স্মরণম্**—স্মরণ; **পাদ-সেবনম্**—শ্রীপাদপদ্মের সেবা; **অর্চনম্**—ষোড়শোপচারে ভগবানের পূজা; **বন্দনম্**—প্রার্থনা নিবেদন; **দাস্যম্**—দাস হওয়া; **সখ্যম্**—প্রিয়তম বন্ধু হওয়া; **আত্ম-নিবেদনম্**—নিজের সর্বস্ব নিবেদন করা; **ইতি**—এইভাবে; **পুংসার্পিতা**—ভক্তের দ্বারা অর্পিত; **বিষ্ণৌ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে (অন্য কাউকে নয়); **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **চেৎ**—যদি; **নব-লক্ষণা**—নয়টি বিভিন্ন পন্থা সমন্বিত; **ক্রিয়েত**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **ভগবতি**—ভগবানকে; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে অথবা পূর্ণরূপে; **তৎ**—তা; **মন্যে**—আমি মনে করি; **অধীতম্**—অধ্যয়ন; **উত্তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলাসমূহ শ্রবণ এবং কীর্তন, তাদের স্মরণ, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা, ষোড়শোপচারে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অর্চনা, ভগবানের বন্দনা, তাঁর দাস হওয়া, ভগবানকে প্রিয়তম বন্ধু বলে মনে করা এবং ভগবানের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করা (অর্থাৎ,

কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করা)—এগুলি শুদ্ধ ভক্তির নয়টি পন্থা। যিনি এই নবধা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তাঁর জীবন অর্পণ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান, কারণ তিনি পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা যখন তাঁকে তিনি কি শিক্ষা লাভ করেছেন সেই সম্বন্ধে কিছু বলতে বলেন, তখন তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে যা শিখেছিলেন তা-ই সর্বোত্তম শিক্ষা। আর তাঁর জাগতিক শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্কের কাছ থেকে তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে যা শিখেছিলেন তা ছিল অর্থহীন। *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ* (*ভাগবত* ১১/২/৪২)। এটিই শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবদ্ভক্তিরই অনুরাগী, জড়-জাগতিক বিষয়ে নয়। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বা বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে যুক্ত থাকতে হয়। মন্দিরে ভগবানের পূজা করার পদ্ধতিকে বলা হয় অর্চন। অর্চন কিভাবে করতে হয় তা এখানে বিশ্লেষণ করা হবে। শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* তিনি বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*)। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁর একমাত্র বন্ধু বলে মনে করেন। তাকে বলা হয় *সখ্যম্*। *পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ*। *পুংসা* শব্দটির অর্থ 'সমস্ত জীবের দ্বারা'। এমন নয় যে কেবল একজন মানুষ অথবা কেবল ব্রাহ্মণেরাই ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করতে পারে। সকলেই তা করতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) প্রতিপন্ন হয়েছে, *স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্*—যদিও স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রদের কম বুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে করা হয়, তবু তারাও ভগবানের ভক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর, কখনও কখনও সকাম কর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা তাদের যজ্ঞের ফল বিষ্ণুকে অর্পণ করেন। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, *ভগবত্যদ্ধা*—সব কিছুই সরাসরিভাবে ভগবানকে নিবেদন করা কর্তব্য। একেই বলা হয় *সন্ন্যাস* (কেবল *ন্যাস* নয়)। ত্রিদণ্ডী-সন্ন্যাসী যে ত্রিদণ্ড বহন করেন তা কায়, মন এবং বাক্যের প্রতীক। এই সবই বিষ্ণুকে নিবেদন করা কর্তব্য, এবং তখন ভগবদ্ভক্তি শুরু হয়। সকাম কর্মীরা প্রথমে পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে অথবা প্রথাগতভাবে তাদের কর্মের ফল বিষ্ণুকে নিবেদন করে। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত তাঁর দেহ, মন এবং বাক্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর

শরণাগত হয় এবং তারপর তাঁর দেহ, মন এবং বাক্য শ্রীকৃষ্ণের বাসনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেন।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর '*তথ্যে*' নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন—

"এস্থলে 'শ্রবণ'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ পরিকর এবং লীলাময় শব্দসমূহের কর্ণ-স্পর্শ; এইরূপ 'কীর্ত্তন' এবং 'স্মরণ'—শব্দেরও ক্রম জানিতে হইবে। 'স্মরণ'-শব্দে মন-দ্বারা উপরি-উক্ত যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের অনুসন্ধান। 'পাদ-সেবন'-শব্দে দেশকালাদি অনুসারে পরিচর্য্যা; 'অর্চন'-শব্দে বিষ্ণুপূজা; 'বন্দন'-শব্দে নমস্কার; 'দাস্য'-শব্দে 'আমি—তাঁহার দাস', এইরূপ ধারণা; 'সখ্য'-শব্দে বন্ধুভাবে তাঁহার হিতসাধন-কামনা (মনন-কথনাদি); 'আত্মনিবেদন'-শব্দে তাঁহাতে দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর সর্বতোভাবে অর্পণ।

এই নবলক্ষণাত্মিকা ভগবদ্বিষয়িণী চেষ্টাই 'ভক্তি'। 'অদ্ধা'-শব্দে সাক্ষাদ্‌ভক্তি,—ইহা কর্ম্মাদির অর্পণরূপ পরম্পরা অর্থাৎ চেষ্টা-সাধন ও অর্পণমাত্র নহে। তাহাও আবার অর্পণকারীর স্ব-স্বার্থ ধর্ম্ম ও অর্থ প্রভৃতি পুরুষার্থের উদ্দেশ্যে অর্পিতা না হইয়া শ্রীবিষ্ণুতেই অর্পিতা হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ 'শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই এই সেবন-কর্ম অনুষ্ঠিত'—এইরূপ ভাবনা কর্ত্তব্য। উক্তপ্রকারে যদি ঐ ভক্তি করা হয়, তাহা হইলে সেই ভক্ত্যনুষ্ঠানকারি-ব্যক্তি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই 'উত্তম'* বলিয়া আমি (প্রহ্লাদ) মনে করি,—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ্‌ও এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—'ভক্তি'-শব্দে ইঁহার (ভজনীয় শ্রীহরির) ভজন অর্থাৎ ঐহিক এবং পারলৌকিক উপাধি নিরসনপূর্ব্বক বা কোনরূপ ফলের আশা না করিয়া, কেবলমাত্র সেই ভগবানেই যে মনোনিবেশ, তাহাই 'নৈষ্কর্ম্য'-নামে অভিহিত।

ভক্তির এই নয়টী অঙ্গের সমুচ্চয় অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গের একযোগে সাধন আবশ্যক হয় না, কারণ এই নয়টী অঙ্গের যে কোন একটি অঙ্গ হইতেই অব্যভিচারিভাবে সাধ্যবস্তুর সিদ্ধি শুনা যায়। কোনও স্থলে, যদিও অন্য অঙ্গের মিশ্রণ দেখা যায়, তথাপি উহা বিভিন্ন শ্রদ্ধাবান্ ও বিভিন্নরুচি-ব্যক্তির জন্যই উপদিষ্ট। অতএব সমানভাবে উক্তি-নিবন্ধন, 'নবলক্ষণা'-শব্দে কেবলমাত্র নব অঙ্গেরই যে অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। এই নববিধা ভক্তিমধ্যেই অন্যান্য অঙ্গগুলিও অন্তর্ভূত (সন্নিবিষ্ট) হওয়ায় ভক্তি যে নবলক্ষণময়ী, তাহা কথিত

**অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।*
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ১/১১)

হইল। তথাপি, বিশেষভাবে এই নয়টী ভক্ত্যঙ্গের কথাই কিছু কিছু লিখিত হইতেছে—

(১) **নামাদিশ্রবণরূপ** ভক্তির অঙ্গসমূহের এইরূপ ক্রম, যথা—যদিও ক্রম-বিপর্য্যয় সত্ত্বেও নবধা ভক্তির মধ্যে যে কোন একটী হইতেই সিদ্ধিলাভ ঘটে, তথাপি অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নাম-শ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক)। নাম-শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপবিষয়ক কথা-শ্রবণদ্বারা শ্রীরূপের উদয়যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে, শ্রীগুণসকলের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্যহেতু সেবকের সিদ্ধপরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর, এই সমুদায়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে লীলার স্ফূর্ত্তিও যে সম্যগ্‌ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইল। কীর্ত্তন এবং স্মরণ-বিষয়েও এইরূপ ক্রম জানিবে। এই নামশ্রবণ যদি মহতের (বৈষ্ণবের) মুখ হইতে লব্ধ হয়, তাহা হইলেই উহার মাহাত্ম্য জাতরুচি ভক্তগণের পরম সুখদায়ক হইয়া থাকে। উহা আবার মহৎকর্ত্তৃক প্রকটিত এবং মহৎকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত,—এই দুইভাগে বিভক্ত।

সেই শ্রবণের মধ্যে আবার শ্রীভাগবত-শ্রবণই সর্বাপেক্ষা উত্তম; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত—পরমৈশ্বর্য্যময় নামাত্মক ও পরমরসময়। এস্থলে, (স্বরূপগতরুচিক্রমে) "স্বীয় অভিমত-মূর্ত্তি দ্বারা" ইত্যাদি স্থলের ন্যায় নিজাভীষ্ট নামাদিরই পুনঃ পুনঃ শ্রবণানুশীলন বিধেয়। তন্মধ্যে আবার সমান-বাসনা-বিশিষ্ট (শ্রীকৃষ্ণানুরাগী) মহানুভব ব্যক্তির মুখ হইতে সকলের শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণ পরম ভাগ্যবলেই ঘটিয়া থাকে; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। সঙ্কীর্ত্তনাদি বিষয়েও এইরূপ অনুসন্ধান করিবে অর্থাৎ মহানুভব বৈষ্ণবের শ্রীমুখে পূর্ণ ভগবদ্বস্তু শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনই অন্বেষণ করিবে। আবার, সম্প্রতি স্বয়ং যাহা কীর্ত্তন করা যাইতেছে, তাহাও শ্রীশুকদেব প্রভৃতি মহাজনগণ কর্ত্তৃক পূর্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে কিনা, এইরূপ অনুসন্ধান করিয়াই কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে শ্রবণের বিষয় বিবৃত করা হইল। শ্রবণ ভিন্ন কীর্ত্তনাদি অর্থাৎ কোন্ বস্তু কিরূপভাবে কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য, তাহা জানা যায় না বলিয়াই কীর্ত্তনাদি সর্ববিধ ভক্ত্যঙ্গের পূর্বে শ্রবণের বিধি বা ব্যবস্থা অর্থাৎ শ্রবণের আদিভক্ত্যঙ্গত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ, যদি সাক্ষাদ্ভাবেই মহাজন-কৃত কীর্ত্তনের শ্রবণ-সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইলেই তখন শ্রীনামের নিজের পৃথক্ কীর্ত্তন সম্ভব হয়, এজন্য ভক্তিসাধনে শ্রবণেরই প্রাধান্য কথিত হইল।

"যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের মহিমা-বিশিষ্ট শ্রীনামসমূহ বর্ত্তমান, উহার প্রতিপদে অপ-শব্দাদি থাকিলেও, সেই বাগ্‌বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে;

সাধুগণ সেই নাম সর্বদা শ্রবণ, উচ্চারণ এবং কীর্ত্তন করিয়া থকেন।"[১] এই শ্রীভাগবত-শ্লোকে টীকাকার শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"(সাধুগণ) শ্রীনামের বক্তা বা কীর্ত্তনকারী উপস্থিত থাকিলে তাঁহার নিকট হইতেই ভগবন্নামসমূহ শ্রবণ করেন, শ্রোতা উপস্থিত থাকিলে তাঁহার নিকটই ভগবন্নাম উচ্চারণ (কীর্ত্তন) করেন, আর কেহ উপস্থিত না থাকিলে স্বয়ংই একাকী নাম গান করেন।

(২) অতঃপর **কীর্ত্তনাখ্য**-ভক্তিবিষয়ে বলা যাইতেছে;—এ স্থলেও পূর্বের ন্যায় নামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-ক্রম জানিতে হইবে। এই নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই প্রশস্ত। "আমি লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের নামসমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে ও লীলা-চেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম" ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই কথিত হইয়াছে। কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরও এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—"যিনি তৃণ অপেক্ষাও নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু এবং স্বয়ং অমানী ও অপরে সম্মান-প্রদানকারী, তিনিই সর্বক্ষণ শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে পারেন।"[২] এই কীর্ত্তনাখ্যা ভগবদ্ভক্তি যে দ্রব্য, জাতি, গুণ এবং কর্ম্ম-বিষয়ে যিনি অতি দীনহীন বা দরিদ্র, তাঁহার পক্ষেই একমাত্র আশ্রয়ভূতা ও অপার-দয়াময়ী, ইহা ("জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকমুখে) শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে শুনা যায়, কলিযুগে (স্বাভাবিক অভাবমূলে) সাধারণতঃ লোকের দারিদ্র্য—সিদ্ধ, যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—"অতএব কলিযুগে তপ, যোগ, বিদ্যা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিচক্ষণ দেহধারী পুরুষ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও, পূর্ণতা লাভ করে না।"; অতএব কলিযুগে স্বভাবতঃই অতি-দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি[৩] স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অনায়াসেই তাহাদিগকে পূর্ব-পূর্ব-যুগোচিত মহামহা-সাধনলভ্য সমস্ত ফলই

---

[১] *তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো*
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/১১)

[২] *তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।*
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
(শিক্ষাষ্টক ৩)

[৩] *হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।*
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন; যেহেতু কলিযুগে এই সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগ-মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে কীর্ত্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ-গুণ-বর্ণন অভিপ্রেত; যেহেতু কেবলমাত্র এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিবিষয়েই কালদেশাদি-নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীযুক্তা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য—সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন, এই নিমিত্তই কীর্ত্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্যান্য (নয়প্রকার বা চতুঃষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে,—ইহাই কথিত হইয়াছে; যথা—"সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া) দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।" তন্মধ্যে (অনধিকারীর রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাদি সংযোগপূর্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনামকীর্ত্তনই অতিশয় প্রশস্ত। কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম এবং হরিনামই কর্ত্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ় প্রমাণসমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধনামকীর্ত্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছে।

এই হরিনামকীর্ত্তন-বিষয়ে পদ্মপুরাণোক্ত **দশ অপরাধ অবশ্যই পরিত্যাজ্য;** যথা সনৎকুমার-বাক্যে উক্ত হইয়াছে—"সকল অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিও শ্রীহরির আশ্রিত হইলে মুক্ত হয়; যে দ্বিপদ মানবাধম এবম্বিধ শ্রীহরির প্রতিও অপরাধ করে, সেই ব্যক্তিরও যদি কদাচিৎ কখনও হরি নামাশ্রয় ঘটে, তাহা হইলে সে শ্রীনামবলেই ভীষণ অপরাধ হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু সর্ব্ব-জীব-সুহৃৎ শ্রীনামের নিকট অপরাধ-ফলে অপরাধী নিশ্চয়ই অধঃপাতিত হয়।" এক্ষণে সংক্ষেপে দশ অপরাধের বিষয় লিখিত হইতেছে;—(ক) সাধুগণের নিন্দা, (খ) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিব নামাদির স্বাতন্ত্র্য-চিন্তন অর্থাৎ বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলায় মায়িক ভেদ না থাকায় শিবাদি সকল দেবতা যে বিষ্ণুরই অধীন, ইহা বিস্মৃত হইয়া শিবাদি দেবতার ন্যায় নিত্যমঙ্গলময় বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিও পরস্পর ভিন্ন,—এরূপ চিন্তন, (গ) গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (ঘ) বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দন, (ঙ) হরিনাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ বা শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে প্রশংসা-বাক্য বলিয়া চিন্তন, (চ) হরিনাম-মাহাত্ম্যে অন্য প্রকার অর্থ কল্পন, (ছ) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (জ) অন্য শুভ ক্রিয়া-সমূহের সহিত শ্রীনামগ্রহণকে সমজ্ঞান, (ঝ) শ্রদ্ধাহীন বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নাম-গুণ শ্রবণে অনিচ্ছুক তদ্‌বিমুখ ব্যক্তির নিকট নামোপদেশ,

(ঞ) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও শ্রীনামের অপ্রীতি। এই সমস্ত অপরাধের যে অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই, ইহাও সেস্থলেই উক্ত হইয়াছে, যথা—"যাঁহারা শ্রীনামের নিকট অপরাধী, (পুনরায় স্বেচ্ছাকৃত অপরাধানুষ্ঠান-বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকিয়া অপ্রমত্ত অবস্থায়) নিরন্তর গৃহীত নামই তাঁহাদের সেইসকল অপরাধ হরণ করিয়া থাকেন। অবিশ্রান্ত (অর্থাৎ অব্যবহিত) ভাবে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে তাদৃশ নামোচ্চারণ-ফলেই অভীষ্ট-সিদ্ধি ঘটে অর্থাৎ ক্রমশঃ নৈরন্তর্য্যাবস্থায় নামাভাস-ফলে অনর্থ-নিবৃত্তি এবং তদনন্তর শুদ্ধনামোদয় ফলে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় হয়।"

অপরাধ থাকিলেও ভগবানের সন্তোষার্থ সর্ব্বদা নাম-কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। একমাত্র শ্রীনামই যে 'নামাপরাধ' ক্ষমা করিতে পারেন, তাহা শ্রীঅম্বরীষ-চরিত প্রভৃতিতে দেখা গিয়াছে। নাম-কৌমুদীতেও উক্ত হইয়াছে যে, "ফলভোগ, অথবা যে মহাজনের নিকট অপরাধ করা হইয়াছে, তাঁহারই অনুগ্রহলাভ,—কেবলমাত্র এই দুইটী উপায়েই মহাজনের (বৈষ্ণবের) নিকট অপরাধ নিবৃত্ত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে।" শ্রীশিবের প্রতি দক্ষের উক্তিও এইরূপ, যথা—"আমি আপনার তত্ত্ব জ্ঞাত নহি বলিয়াই সভাস্থলে আপনার প্রতি দুর্ব্বাক্য-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছি; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনি আমার ঐ অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু আমি যখন পূজ্যব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনারই নিন্দা-ফলে অধঃপতিত হইতেছিলাম, তখন আপনিই কৃপার্দ্র দৃষ্টিপাতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। এতাদৃশ মহান্ আপনি আপনার নিজগুণেই আপনি পরিতুষ্ট হউন।"

নিজ-দৈন্য, নিজ-অভীষ্ট-নিবেদন এবং স্তবপাঠও এই কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। পূর্বের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-স্থিত নামাদির কীর্ত্তনই অন্যান্য শাস্ত্রোদিত নামাদির কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

(৩) অনন্তর কীর্ত্তনাদি-দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে "হে নৃপ, বিরক্ত অকুতোভয়াভিলাষী যোগিব্যক্তিগণও হরিনামই অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন"* ইত্যাদি বচনানুসারে নামকীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই **স্মরণ** কর্ত্তব্য। নামাদি-সম্বন্ধ-ভেদে সেই স্মরণাঙ্গ অনেক প্রকার দেখা যায়; তন্মধ্যে পঞ্চবিধ স্মরণাঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; যথা—(ক) যৎ-কিঞ্চিৎ বস্তু-অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ', (খ) সর্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ পূর্বক সাধারণভাবে একবিষয়ে মনোনিবেশের নাম 'ধারণা'; (গ) বিশেষভাবে রূপাদি-চিন্তনের নাম 'ধ্যান'; (ঘ) অমৃতধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইলে

**এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।*
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ২/১/১১)

সেই স্মরণের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি'; আর (ঙ) কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুর স্ফূর্ত্তির নামই 'সমাধি'। কোন কোন স্থলে লীলাবিশেষে নিযুক্ত (স্মরণরত) জনের অন্য লীলার স্ফূর্ত্তি, অথবা তদিতর অন্য-বস্তুর অস্ফূর্ত্তিও 'সমাধি' বাচ্য হইতে পারে। দাস-সখাদি ভক্তগণেরই এইরূপ সমাধি হয়। শান্তভক্তগণের প্রায়ই পূর্ব্ববিধ সমাধি হইয়া থাকে।

(৪) রুচি এবং শক্তি থাকিলে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ ত্যাগ না করিয়াই **পাদসেবন** কর্ত্তব্য। স্মরণের সিদ্ধির জন্য কেহ কেহ পাদসেবা করিয়া থাকেন। (সেব্যবিগ্রহের অন্য অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র) 'পাদ'-শব্দটী শ্রীপাদ-সেবকের অত্যন্ত সেবা-প্রবৃত্তি-নিবন্ধনই উল্লিখিত হইয়াছে। অতঃপর পাদ-সেবা-বিষয়ে সমাদর (যত্ন ও নৈরন্তর্য্য) বিধান কথিত হইতেছে। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অনুগমন এবং ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থানে (স্থানে) গমনাদি ক্রিয়াও পাদসেবনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিবে; যেহেতু গঙ্গাদি পবিত্র তীর্থসমূহ ভগবানেরই পরিকর-স্বরূপ। গঙ্গাদির পরম-ভাগবতত্ব বলিয়া তাঁহাদের সেবাদি মহতের (তদীয় অর্থাৎ বৈষ্ণব বা সাধুর) সেবাতেই পর্য্যবসিত হয়। তুলসী-সেবাও তদীয় অর্থাৎ মহৎ বা বৈষ্ণব-সেবারই অন্তর্গত। অতএব মহতের (বৈষ্ণব বা ভক্তের) সেবনের ন্যায় গঙ্গাদির সেবাও ভক্তির কারণ।

(৫) অতঃপর **অর্চ্চনের** কথা ব্যাখ্যাত হইতেছে;—অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা থাকিলে মন্ত্রগুরুকে আশ্রয়পূর্বক তাঁহার নিকট বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিবে। যদিও শ্রীভাগবত-মতে পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, কেননা অর্চ্চন ব্যতীত শ্রবণাদি যে কোনও একটী দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, যেমন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের এই উক্তি ("হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীপরীক্ষিৎ, হরিকীর্ত্তন করিয়া শ্রীশুকদেব, হরিস্মরণ করিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ, হরির পাদসেবন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী, হরির অর্চ্চন করিয়া শ্রীপৃথুমহারাজ, সর্বতোভাবে হরির বন্দনা করিয়া শ্রীঅক্রূর, হরির দাস্য করিয়া শ্রীহনূমান্, হরির সখ্যসেবা করিয়া অর্জ্জুন এবং হরির প্রতি সর্বস্ব নিবেদন করিয়া শ্রীবলি,—ইঁহাদের প্রত্যেকের নববিধা ভক্তির এক এক প্রকার ভক্ত্যঙ্গ সাধনেই সর্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে"* ইত্যাদি) দেখা যায়, তথাপি নারদাদি মহাজনগণের পথানুসরণকারী যে-সকল ব্যক্তি শ্রীগুরুদেব-কর্তৃক

**শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে*
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২৬৫)

পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষাবিধান-দ্বারা সম্পাদিত ভগবানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ-সংস্থাপনে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষার পর অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন। যে সকল গৃহস্থ—সম্পত্তিশালী, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনমার্গই মুখ্যভাবে বিহিত। যদি তাঁহারা অর্চ্চন না করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তের (পরমহংসের) ন্যায় কেবল স্মরণাদি-বিষয়েই আসক্ত থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ সম্পত্তিবিশিষ্ট গৃহস্থের পক্ষে বিত্তশাঠ্যরূপ দোষ প্রতিপন্ন হয়। পরের দ্বারা অর্থাৎ পূজারি রাখিয়া শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-সম্পাদন নিজ-বিষয়াসক্তির বা অলসতারই পরিচায়ক; সেইজন্য শুদ্ধভাবে অর্চ্চনে অশ্রদ্ধা-যুক্ত বলিয়া তাদৃশ কৃত্রিম অর্চ্চন নিকৃষ্ট। বিশেষতঃ, গৃহস্থগণের স্বস্ব-শুশ্রূষাদি ব্যবহার-বিষয়ে নানাদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা-নিবন্ধন উহা সেই অর্চ্চনমার্গের তুল্য দেখাইলেও তাঁহাদিগের অর্চ্চনমার্গই প্রধান বা প্রশস্ত (অথবা, অর্চ্চনে দ্রব্যাদি আবশ্যক ও একমাত্র গৃহস্থগণের পক্ষেই উহা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য বলিয়া তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্যে নববিধা ভক্তির মধ্যে অর্চ্চনমার্গেরই প্রাধান্য বিহিত); যেহেতু (গৃহস্থ-জীবনে কৃষ্ণানুশীলনের প্রচুর অন্তরায় বিদ্যমান বলিয়া) গৃহস্থগণ সাধারণতঃ অতিশয় বিধি-সাপেক্ষ। আবার, দেবযজন প্রভৃতি শাখাপল্লবাদি-সেচনরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পক্ষে ভগবদর্চ্চনই মূলসেচন-স্বরূপ (অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্মবিহিত দেব-যজনাদি কর্ম্মের সহিত যদি শাখাপল্লবাদিতে জলসেচন-কার্য্যের উপমা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভগবদর্চ্চনের সহিতও মূল-সেচন-কার্য্যের উপমা দেওয়া যাইতে পারে), অতএব অর্চ্চন না করিলে, গৃহস্থগণের মহাদোষ উপস্থিত হয়ই অধিকন্তু সমস্ত দীক্ষিত গৃহস্থ ব্যক্তির নরকে পতনও শুনা যায়। অর্চ্চনে নিতান্ত অশক্ত এবং অযোগ্য ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে এইরূপে কথিত হইয়াছে,—"যিনি (স্বয়ং পূজা করিতে না পারিয়া) ভক্তিসহকারে অর্চ্চিত অর্চ্চন-কালীন শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন এবং যিনি দৃঢ়বিশ্বাস-সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনে সুখ অনুভব করেন, তিনিও যোগফল লাভ করেন।" এস্থলে যোগ-শব্দে পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রোক্ত অর্চ্চন-ক্রিয়া-যোগকেই বুঝাইতেছে। বিশেষতঃ, এই অর্চ্চন-মার্গে বিধিপালন অবশ্যই প্রয়োজনীয়। এবিষয়ে শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ই উদাহরণ। ভগবন্মন্ত্রসমূহ—ভগবন্নামাত্মক; তাহাতে আবার, ঐগুলি বিশেষভাবে নমঃ-শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত (অর্থাৎ ভগবন্মন্ত্রসমূহে ভগবন্নাম অবস্থিত, এবং সেই মন্ত্রসমূহের বিশেষত্ব এই যে, ঐগুলি আবার নমঃশব্দাদি-দ্বারা বিভূষিত); অধিকন্তু ভগবন্মন্ত্রসমূহে শ্রীভগবান্ ও ভাগবত মহর্ষিগণকর্ত্তৃক বিশেষ শক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং ঐগুলি ভগবানের সহিত মন্ত্রগ্রহণকারীর নিজের সম্বন্ধবিশেষ-প্রতিপাদক। তাহা হইলেও, মন্ত্রের ন্যায় নমঃশব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ-সংযোগ ব্যতিরেকে (অর্থাৎ যাবতীয় মন্ত্র বা নমঃশব্দাদি, কাহারও অপেক্ষা না

করিয়া) একমাত্র ভগবন্নামই পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ; সুতরাং যদি বলা যায় যে, শ্রীনামেই যখন অধিক সামর্থ্য দেখিতে পাওয়া যায় (অর্থাৎ শ্রীনামই অধিক সামর্থ্যবিশিষ্ট বলিয়া শ্রীনাম হইতেই যখন প্রেমা-পর্য্যন্ত-লাভ ঘটে), তখন অধিক সামর্থ্যবিশিষ্ট শ্রীনাম থাকিতে অল্প-সামর্থ্যবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহে দীক্ষা গ্রহণাদির প্রয়োজন কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে যদিও নাম দ্বারাই প্রেমা-পর্য্যন্ত-লাভ ঘটে বলিয়া স্বরূপতঃ অর্থাৎ বস্তুতঃ মন্ত্রাদি-দীক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই, তথাপি স্বভাবতঃ দেহাদি সংসর্গবশতঃ কদর্য্যস্বভাব-বিক্ষিপ্তচিত্ত জীবগণের ঐ সকল বৃত্তির সঙ্কোচীকরণের নিমিত্তই মহর্ষি শ্রীনারদ প্রভৃতি মহাজনগণ এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে কোন বিশেষ মর্য্যাদা (বিধি বা নিয়ম) বন্ধন করিয়াছেন, সুতরাং উহা উল্লঙ্ঘিত হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র তাহার প্রায়শ্চিত্ত-বিধিও উদ্ভাবিত করিয়াছেন। অতএব মহামন্ত্র শ্রীনামদীক্ষা এবং মন্ত্রদীক্ষা, উভয় অনুষ্ঠানই সঙ্গত।

উক্ত অর্চ্চন দ্বিবিধ—শুদ্ধ এবং কর্ম্মমিশ্র। তন্মধ্যে স্বফলভোগ-নিরপেক্ষ ও সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধ অর্চ্চনই বিহিত; আর ব্যবহারিক-কর্ম্মাচরণে অতিশয় চেষ্টাশীল এবং যাদৃচ্ছিকভাবে (অর্থাৎ প্রীতিরাহিত্য-হেতু খামখেয়ালিভাবে ক্বচিৎ কখনও) ভক্ত্যনুষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে শেষোক্ত-প্রকার অর্চ্চনই বিহিত; বিশেষতঃ, তদ্‌বিপরীত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট বলিয়া পরিলক্ষিত, লোকসংগ্রহোদ্দেশ্যবিশিষ্ট (অর্থাৎ প্রলোভনাদি প্রদানদ্বারা সম্প্রদায়-সংরক্ষণপর সুপ্রসিদ্ধ গৃহস্থ ব্যক্তিগণও ভক্তিব্যাপারে অনভিজ্ঞমতি জনগণের পক্ষে বিহিত সাধারণ বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানাদি যাহাতে লুপ্ত না হয়, তজ্জন্য কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনের অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন, দেখা যায়, (অর্থাৎ নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাশীল গৃহস্থগণও কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনানুষ্ঠান দেখাইয়া থাকেন)। এই অর্চ্চনের অঙ্গসমূহ আগমাদি শাস্ত্র হইতেই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকাদি ব্রত, একাদশী-ব্রত, প্রভৃতিও এই অর্চ্চনেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিবে। এই পাদসেবন ও অর্চ্চনমার্গে অপরাধসমূহ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এক্ষণে আগমানুসারে সেই সকল অপরাধ লিখিত হইতেছে,—

(ক) যান বা পাদুকারোহণে ভগবদ্‌বিগ্রহ-গৃহে (মন্দিরে) গমন, (খ) তদীয় উৎসবাদি-কার্য্যের অননুষ্ঠান (অনুষ্ঠান-পরিত্যাগ), (গ) বিগ্রহ-সম্মুখে প্রণাম-পরিত্যাগ, (ঘ) উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাবস্থায় তাঁহার বন্দনাদি, (ঙ) একহস্তে তাঁহাকে প্রণাম, (চ) বিগ্রহের ঠিক সম্মুখেই প্রদক্ষিণ, তৎসম্মুখে, (ছ) পাদপ্রসারণ, (জ) পর্য্যঙ্ক-বন্ধন অর্থাৎ হস্ত দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্বক উপবেশন, (ঝ) শয়ন, (ঞ) ভক্ষণ, (ট) মিথ্যাভাষণ, (ঠ) উচ্চৈঃস্বরে সম্ভাষণ, (ড) পরস্পর বৃথা কথোপকথন,

(ঢ) রোদন, (ণ) বিবাদ, (ত ও থ) কাহারও প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ, (দ) কটুবাক্য-প্রয়োগ, (ধ) কম্বলাবরণ-ধারণ, (ন) পরনিন্দা, (প) পরস্তুতি, (ফ) অশ্লীলবাক্য-প্রয়োগ, (ব) অধোবায়ু-ত্যাগ, (ভ) সামর্থ্য সত্ত্বেও সামান্য উপচারে পূজন, (ম) অনিবেদিত বস্তুভোজন, (য) যে-কালে যে-সকল ফলমূলাদি জন্মে, তৎকালে তদর্পণ-পরিত্যাগ, (র) সংগৃহীত বস্তুর অগ্রভাগ অন্যকে প্রদানানন্তর অবশিষ্টাংশ ভগবদ্ভোগরন্ধনকালে ব্যঞ্জনাদিতে প্রদান, (ল) বিগ্রহের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদান করিয়া উপবেশন, (ব) তৎসম্মুখে অন্যের প্রতি অভিবাদন, (শ) গুরুপূজায় মৌনাবলম্বন অর্থাৎ তাঁহার স্তব পরিত্যাগ, (ষ) নিজস্তুতি, (স) অন্যদেবতা-নিন্দা,—বিষ্ণুর অর্চ্চনমার্গে এই দ্বাত্রিংশৎ-প্রকার অপরাধ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বরাহপুরাণে অন্যান্য যে সকল অপরাধ উক্ত হইয়াছে, তাহাও সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে,—

(ক) রাজার অন্নভক্ষণ, (খ) অন্ধকার-গৃহে শ্রীহরিবিগ্রহ-স্পর্শন, (গ) বিধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তদীয় অর্চ্চন, (ঘ) শয়ন হইতে উত্থাপনার্থ বাদ্য পরিত্যাগ করিয়া মন্দির-দ্বারোদ্‌ঘাটন, (ঙ) কুক্কুরদৃষ্ট পক্কনৈবেদ্য-সংগ্রহ, (চ) অর্চ্চনকালে স্বীয় মৌনব্রত-ভঙ্গ, (ছ) পূজন-কালে মলত্যাগার্থ গমন, (জ) গন্ধ-মাল্যাদি অর্পণ না করিয়া ধূপদান, (ঝ) নিষিদ্ধ-পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন, (ঞ) দন্তধাবন পরিত্যাগ করিয়া, (ট) মৈথুনান্তে, (ঠ) রজঃস্বলা স্ত্রী, (ড) প্রদীপ বা (ঢ) শব স্পর্শ করিয়া, (ণ) রক্ত, (ত) নীল, (থ) অধৌত, (দ) পর-বসন বা (ধ) মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, (ন) শব দর্শন করিয়া, (প) অপান-বায়ু পরিত্যাগ করিয়া, (ফ) ক্রোধ প্রকাশ করিয়া, (ব) শ্মশানে গমন করিয়া, (ভ) ভোজনান্তে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইলে, (ম) কুসুম্ভ (নাটাকরঞ্চা) ও (য) পিণ্যাক (হিঙ্গু) ভক্ষণ করিয়া, এবং (র) তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীহরির বিগ্রহ স্পর্শ বা তদীয় কোন অর্চ্চন-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে তাহা পাপজনক হইয়া থাকে। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—(ক) সাত্বত শাস্ত্র-বিরোধ বা অন্তরে ভাগবত-শাস্ত্রের অনাদর-পূর্ব্বক কৃত্রিমভাবে বাহ্যতঃ শাস্ত্রাঙ্গীকার, (খ) অন্য-শাস্ত্র প্রবর্ত্তন, (গ) বিগ্রহ সম্মুখে তাম্বূল-চর্ব্বণ। (ঘ) এরণ্ড-পত্রস্থিত পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন, (ঙ) আসুরীবেলায় পূজা, (চ) পীঠে বা ভূমিতে উপবেশনপূর্বক পূজন, (ছ) বিগ্রহের স্নপনকালে বামহস্তে স্পর্শন, (জ) পর্য্যুষিত বা যাচিত পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন, (ঝ) পূজন-কালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ (থুথু ফেলা), (ঞ) পূজন-কালে আত্মগৌরব-প্রতিপাদন, (ট) তির্য্যক্ (বক্র) ভাবে পুণ্ড্রধারণ, (ঠ) অপ্রক্ষালিত-পদে মন্দিরে প্রবেশ, (ড) অবৈষ্ণবপক্কান্ন-নিবেদন, (ঢ) অবৈষ্ণবের দৃষ্টি সম্মুখে বা সেবাবিমুখী দৃষ্টিতে পূজন, (ণ) বিঘ্ন বিনাশনের (বৈকুণ্ঠস্থিত গণেশাদি

ভগবদাবরণের) পূজা না করিয়া, বা (ত) তান্ত্রিক নরকপালধারি-সাধককে দর্শন করিয়া অর্চ্চন, (থ) নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা বিগ্রহ-স্নপন, (দ) ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় পূজন ইত্যাদি অপরাধজনক। অন্যত্রও (ক) তদীয় নির্ম্মাল্য-অগ্রহণ বা অসম্মান ও (খ) নামগ্রহণপূর্বক শপথকরণ ইত্যাদি বহু অপরাধ কথিত হইয়াছে। তাহা হইলেও ভগবানে প্রমাদাদিকৃত অপরাধ ঘটিলে পুনরায় শ্রীবিগ্রহেরই সন্তোষ-বিধান-কর্ত্তব্য; যথা, স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসবাক্য—"যে মানব প্রত্যহ ভগবদ্গীতার এক অধ্যায় মাত্র পাঠ করেন, ভগবান্ শ্রীকেশব তৎকৃত দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন।" ঐ স্কন্দপুরাণে দ্বারকা-মাহাত্ম্যে, যথা—"যিনি শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, সহস্র সহস্র অপরাধে তিনি কখনও লিপ্ত হন না।" ঐ স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে, যথা—"শ্রীহরির উত্থানকালে দ্বাদশী তিথিতে যিনি তুলসী-স্তব পাঠ করেন, ভগবান্ শ্রীকেশব তৎকৃত দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করেন।" সেই রেবাখণ্ডেই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—"বিশেষভাবে মাহাত্ম্যশ্রবণপূর্বক তুলসী রোপণ করিলে ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম তৎকৃত সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন।" সেই রেবাখণ্ডে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যেও উক্ত হইয়াছে,—"যিনি তুলসী-দ্বারা শ্রীশালগ্রাম-শিলার অর্চ্চন করেন, ভগবান্ শ্রীকেশব তৎকৃত দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করেন।" ব্রহ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—"যিনি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শঙ্খচক্রগদাদি শঙ্খচিহ্নধারণপূর্বক তাঁহার পূজা করেন, ভগবান্ শ্রীকেশব তৎকৃত সহস্র সহস্র অপরাধ মোচন করেন।" আদিবরাহপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—"অপরাধিব্যক্তি সংবৎসর-মধ্যে মদীয় 'শৌকরব'-তীর্থে উপবাস-পূর্বক গঙ্গাস্নান করিলে শুদ্ধি লাভ করে; আবার মথুরাতেও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে অপরাধী ব্যক্তি শুদ্ধ হয়। যে সুকৃতী ব্যক্তি এই উভয় তীর্থের যে-কোন একটির সেবা করেন, তিনি সহস্র জন্মার্জ্জিত অপরাধ হইতে মুক্ত হন।" 'শৌকরব'-অর্থে 'শূকরক্ষেত্র'-নামক তীর্থস্থান।

অর্চ্চনমার্গে কোনও স্থলে মানসপূজারও বিধান আছে , যথা পদ্মপুরাণে উত্তর-খণ্ডে,—"সামান্যতঃ সমস্ত লোকেরই মানসপূজা প্রিয়।" গৌতমীয়েও কথিত আছে,—"সন্ন্যাসী মুমুক্ষু (নিঃশ্রেয়সার্থী) ব্যক্তির মানসপূজাই উত্তম।" শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও শ্রীনারায়ণের বাক্যে মানসপূজারই মহিমা এরূপ বর্ণিত আছে,—"এই যে মানস-যোগ, উহা জরা-ব্যাধি ভয় হরণ করে" ইত্যাদি শ্লোকে "হে মহামতে মুনিবর, যিনি পরম-ভক্তি-সহকারে ও ক্রমবিধি-অনুসারে একবার মাত্রও মানসপূজা করেন, আমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকি।" এই মানসপূজা কোনওস্থলে আবার স্বতন্ত্রভাবেও হইয়া থাকে; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম আবির্হোত্র-মুনির বচনেও—"আসন প্রোক্ষণ-পূর্বক সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া যথালব্ধ

উপচারসমূহ-দ্বারা একাগ্রচিত্তে শ্রীমূর্ত্তিতে বা হৃদয়ে ভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রদ্বারা অর্চ্চন করিবে" ইত্যাদি শ্লোকে 'বা'-শব্দদ্বারা অষ্টবিধা প্রতিমার অন্যতমা মনোময়ী মূর্ত্তিই অষ্টমমূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার পূজা স্বতন্ত্রভাবেই বিহিত হইয়াছে। এবিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে একটি উপাখ্যানও রহিয়াছে, যথা—

'প্রতিষ্ঠানপুরে কোন এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দরিদ্র হইলেও নিজেকে কর্ম্মবাধ্য মনে করিয়া শান্তচিত্তই ছিলেন। একদিন সেই সরলবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসভায় অর্চ্চনমূলক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথাসমূহ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল ধর্ম্ম মনের দ্বারাও অনুষ্ঠান করা যায় শুনিয়া, ব্রাহ্মণ তদবধি উহা মনে মনে আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ গোদাবরী জলে স্নান এবং নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনপূর্বক শান্তচিত্ত হইয়া নির্জ্জনে আসন-প্রাণায়ামাদি করিয়া স্থির হইয়া মনে মনে স্বাভিমত শ্রীহরির মূর্ত্তি সংস্থাপন করিতেন। অনন্তর নিজেই মনে মনে বসন-পরিধান ও উত্তরীয়াদি ধারণপূর্বক সেই ভগবন্মন্দির মার্জ্জন ও প্রণাম করিয়া রজত ও সুবর্ণময় কলসে গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থের জল আহরণ, নানাবিধ সেবোপকরণ আনয়ন, স্নানাদি ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আরাত্রিক-সমাপন পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান মহারাজোপচারে সমাধান করিয়া প্রতিদিন অতিশয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহুকাল গত হইলে একদিন মনে মনে ঘৃতাক্ত পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণপাত্রে স্থাপনপূর্বক স্বীয় মনোময়ী মূর্ত্তিকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত উঠাইয়া ধরিলেন, কিন্তু উহা অত্যন্ত তপ্ত বলিয়া স্ফূর্ত্তি হওয়ায়, তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট স্বীয় অঙ্গুষ্ঠযুগল দগ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া "হায়, কি দুর্দ্দৈব ঘটিল!" দুঃখিত-চিত্তে এই বলিতে বলিতে সমাধিভঙ্গ হইলে, বাহিরেও অঙ্গুষ্ঠ দগ্ধীভূত হওয়ায় পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহা জানিয়া বৈকুণ্ঠে উপবিষ্ট শ্রীনারায়ণ হাস্য করিলে লক্ষ্মী প্রভৃতি তত্রত্য সকলেই তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ভগবান্ বিমান-দ্বারা তাঁহাকে নিকটে আনয়ন এবং তদবস্থাতেই তাঁহাকে প্রদর্শন-পূর্বক স্বসমীপে বাসযোগ্য-জ্ঞানে নিজধামে স্থাপন করিলেন (অর্থাৎ সামীপ্যমুক্তি প্রদান করিলেন)।

(৬) অনন্তর **বন্দন** কথিত হইতেছে,—যদিও উহা অর্চ্চনাঙ্গরূপে বর্ত্তমান, তথাপি কীর্ত্তন ও স্মরণের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে পৃথগ্‌ভাবে বিহিত হইয়াছে। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে ভগবানের অনন্ত গুণ ও ঐশ্বর্য্য-শ্রবণ-হেতু সেই সকল গুণানুসন্ধান ও পাদ-সেবাদি ক্রিয়ায় যে-সকল দৈন্যাক্রান্ত ব্যক্তি কেবলমাত্র নমস্কারেই প্রযত্নশীল বা উৎসাহান্বিত, তাঁহাদের নিমিত্তই বন্দনের পৃথগ্‌বিধান আছে। তাঁহাদের পক্ষে সেই নমস্কারই ভগবানের অর্চ্চনরূপে আরোপিত হইয়াছে। এই নমস্কার-ক্রিয়ায় বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতি

শাস্ত্রদৃষ্ট্যনুসারে এই সকল অপরাধ পরিহরণীয়, যথা—(ক) একহস্তে, (খ) বস্ত্রাবৃত-দেহে, (গ) ভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে, (ঘ) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া, (ঙ) বিগ্রহের বামভাগে, (চ) পার্শ্বভাগে, (ছ) অতি নিকটে বা (জ) গর্ভমন্দিরে প্রবেশপূর্বক নমস্কার ইত্যাদি অনুষ্ঠান—অপরাধজনক।

(৭) অতঃপর **দাস্যের** লক্ষণ এই ইতিহাস-সমুচ্চয়-বাক্যে কথিত হইতেছে,—"সহস্র জন্মমধ্যেও যাঁহার 'আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস' এরূপ বুদ্ধি হয়, তিনি সকল লোক উদ্ধার করিতে পারেন।" ভগবদ্‌ভজন-প্রয়াস দূরে থাকুক, কেবল তাদৃশ ভগবদ্দাসাভিমানেই যে সিদ্ধিলাভ ঘটে, এই অভিপ্রায়েই দাস্য-ভক্ত্যঙ্গ নববিধ ভক্ত্যঙ্গের শেষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরিচর্য্যাদি এই দাস্যেরই কার্য্যস্বরূপ, সুতরাং কেবল পরিচর্য্যা (পাদ-সেবন বা অর্চ্চন) স্বরূপে ইহার সহিত কোন ভেদ হইতে পারে না।

(৮) অতঃপর **'সখ্য'** কথিত হইতেছে,—যথা অগস্ত্যসংহিতায়—"পরিচর্য্যা-পরায়ণ কোন কোন ভক্ত মনুষ্যের ন্যায় ভগবান্‌কে দর্শন ও বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্যই ভগবৎপ্রাসাদসমূহে শয়ন করেন।" এই জন্যই "অহো, পূর্ণ সনাতন ও সাক্ষাৎ পরমানন্দময় ব্রহ্ম আপনি—যাঁহাদের মিত্র সেই নন্দাদি ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য!" এই বাক্যে 'মিত্র'-পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রেমময়ও বিশ্রম্ভ-ভাবনাময়-স্বরূপ বলিয়া সখ্য—দাস্য হইতে উৎকৃষ্ট, এই বিবেচনা হেতু দাস্যের পরেই সখ্য উল্লিখিত হইয়াছে বিশেষতঃ, শাস্ত্রে পরমেশ্বরের প্রতি যে সখ্য বিহিত হইয়াছে তাহা কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে, যেহেতু "অদেব অবস্থায় (অর্থাৎ দেবত্ব বা সমজাতীয়ত্ব অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ না করিয়া) দেবকে (শ্রীবিষ্ণুকে) পূজা করিবে না" এই ন্যায়ানুসারে শাস্ত্রে ঐশ্বর্য্যভাবেরও বিধান শুনা যায়; কিন্তু ঐ ঐশ্বর্যভাব শুদ্ধা (রাগময়ী) সেবার বিরোধী বলিয়া শুদ্ধ-(রাগানুগ) ভক্তগণ তাহা উপেক্ষা করেন, পরন্তু শুদ্ধসেবার পরম অনুকূল বলিয়াই উৎকৃষ্ট-জ্ঞানে সখ্যভাবটি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সাক্ষাদ্ভজনাত্মক দাস্য ও সখ্য-সেবা শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাতেও এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে,—যথা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-দর্শনে শ্রীদাম-বিপ্রের এই স্বগতোক্তি—"জন্মে জন্মে আমার যেন পুনর্বার তাঁহারই সহিত সৌহৃদ্য, সখ্য, মৈত্রী ও দাস্যভাব-লাভ ঘটে।" শ্রীস্বামিপাদ ইহার টীকায় বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দর্শন করিয়া শ্রীদাম বিপ্র এই শ্লোকে তৎপ্রতি ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন।" 'সৌহৃদ্য'-শব্দে প্রেম, 'সখ্য'-শব্দে তদীয় হিতকামনা, 'মৈত্রী'-শব্দে উপকারকের ভাব, 'দাস্য'-শব্দে সেবকত্ব; পরস্পরের সমাহার-দ্বিগু-সমাসে সৌহৃদাদি-পদটির একবচন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'সেই' অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে

সম্বন্ধযুক্ত আমার ঐ সমস্ত প্রেমই উদিত হউক, কিন্তু বিভূতির প্রয়োজন নাই।" অতএব দাস্য ও সখ্য-ভক্ত্যঙ্গদ্বয় ব্যাখ্যাত হওয়ায় কর্ম্মার্পণ ও বিশ্বাস ব্যাখ্যাত হইল না, যেহেতু এই শেষোক্ত দুইটীতে সাক্ষাদ্ ভক্তির অভাব আছে। কর্ম্মার্পণের ফল—'ভক্তি', এবং বিশ্বাস—ভক্তির অভিনিবেশ কারণ, ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। "শ্রবণ, কীর্ত্তন" ইত্যাদি বর্ত্তমান শ্লোকে 'বিষ্ণুরই শ্রবণ', 'বিষ্ণুরই কীর্ত্তন' বুঝিতে হইবে।

(৯) অতঃপর **'আত্মনিবেদন'**-কার্য্যে স্বার্থ (নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত) চেষ্টার অভাব, স্বীয় সাধন ও সাধ্য, ভগবানে উভয়ই অর্পণ এবং একমাত্র তাহারই উদ্দেশে যাবতীয় চেষ্টাপরতা,—এই তিনটী ভাব সূচিত। গো বিক্রীত হইবার পর বিক্রীত গরুর জীবন-রক্ষার্থ বিক্রেতার যেরূপ কোন চেষ্টা করিতে হয় না, ক্রেতাই তাহার যাবতীয় মঙ্গল-সাধনে নিযুক্ত থাকে এবং সেই গরুটিও যেরূপ ক্রেতারই কর্ম্ম সম্পাদন করে, বিক্রেতার কার্য্য করে না, এই 'আত্মসমর্পণ' কার্য্যটীও তদ্রূপ জ্ঞাতব্য। এস্থলে, কেহ কেহ দেহার্পণকেই 'অর্পণ' বলিয়া মনে করেন; যথা 'ভক্তিবিবেক' গ্রন্থে কথিত হইয়াছে,—"যেমন বিক্রীত পশুর রক্ষার নিমিত্ত চিন্তা করিতে হয় না, তদ্রূপ ভগবানে দেহ অর্পণ করিয়া উহার রক্ষণ (চিন্তা) হইতে বিরত হওয়াই কর্ত্তব্য।" কেহ কেহ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার অর্পণকেই 'অর্পণ' বলিয়া মনে করেন, যথা শ্রীআলবন্দারু ঋষি (শ্রীযামুনার্য্য)-কৃত 'স্তোত্ররত্নে' শরণাগত ভক্তের এই স্তবটি লিখিত আছে,—"এই শরীরাদির অভ্যন্তরে যে-কোন স্বরূপে যে-কেহ হইয়া আমি অবস্থান করি না কেন, আমি আমার সেই স্বরূপভূত আত্মাকেও অদ্য তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম।" এস্থলে 'যে-কেহ হই' এই বিচারে বক্তৃভেদে স্বরূপতঃ বা গুণতঃ দেবমনুষ্যাদি রূপী যে কেহ হই না কেন, এইরূপ অর্থ; (এস্থলে কামাচারে লোট্-বিভক্তি); 'তদয়ম্' এই পদে 'সেই' ও 'এই' এই সমাসবাক্যে 'তাদৃশ এই আত্মা',—এইরূপ অর্থ হইবে। এস্থলে কেবল 'আত্ম-নিবেদন'—ক্রিয়াটী বলিরাজে দানকালেই দেখা যায়। ভাবান্তর মিশ্রিত হইলে দাস্যের সহিত আত্মনিবেদন-ক্রিয়াটী—"শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের এবং দাস্যের সহিত প্রেয়সী ভাবটী শ্রীরুক্মিণী-দেবীতে দেখা যায়। সখ্য-প্রভৃতির যোগেও এইরূপ জ্ঞাতব্য।" (শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু-কৃত 'ক্রমসন্দর্ভ') ॥

শ্লোক ২৫

নিশম্যৈতৎ সুতবচো হিরণ্যকশিপুস্তদা ।
গুরুপুত্রমুবাচেদং রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ২৫ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **এতৎ**—এই; **সুত-বচঃ**—পুত্রের বাণী; **হিরণ্যকশিপুঃ**—হিরণ্যকশিপু; **তদা**—তখন; **গুরু-পুত্রম্**—তার গুরু শুক্রাচার্যের পুত্রকে; **উবাচ**—বলেছিল; **ইদম্**—এই; **রুষা**—ক্রোধে; **প্রস্ফুরিত**—কম্পিত; **অধরঃ**—ঠোঁট।

অনুবাদ

পুত্র প্রহ্লাদের মুখে ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রবণ করে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তার অধরোষ্ঠ কম্পিত হয়েছিল এবং সে তার গুরু শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ডকে এই কথাগুলি বলেছিল।

শ্লোক ২৬

ব্রহ্মবন্ধো কিমেতত্তে বিপক্ষং শ্রয়তাসতা ।
অসারং গ্রাহিতো বালো মামনাদৃত্য দুর্মতে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্ম-বন্ধো—হে ব্রাহ্মণের অযোগ্য পুত্র; **কিম্ এতৎ**—একি; **তে**—তোমার দ্বারা; **বিপক্ষম্**—আমার শত্রুপক্ষ; **শ্রয়তা**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **অসতা**—অত্যন্ত দুষ্ট; **অসারম্**—সারহীন; **গ্রাহিতঃ**—শিক্ষা দেওয়া হয়েছে; **বালঃ**—বালককে; **মাম্**—আমাকে; **অনাদৃত্য**—অবজ্ঞা করে; **দুর্মতে**—হে মূর্খ শিক্ষক।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণের অত্যন্ত অযোগ্য এবং ঘৃণ্য পুত্র, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করে আমার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করেছ। তুমি এই অবোধ বালককে অসার বিষ্ণুভক্তির শিক্ষা দিয়েছ! এ তুমি কি করেছ?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অসারম্* শব্দটির অর্থ 'অসার', এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অসুরদের কাছে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অসার, কিন্তু ভক্তের কাছে ভগবদ্ভক্তিই জীবনের পরম পুরুষার্থ। হিরণ্যকশিপু যেহেতু জীবনের সারাতিসার এই ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ছিল না, তাই সে প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষকদের কঠোর বাক্যে তিরস্কার করেছিল।

শ্লোক ২৭

সন্তি হ্যসাধবো লোকে দুর্মৈত্রাশ্ছদ্মবেশিণঃ ।
তেষামুদেত্যঘং কালে রোগঃ পাতকিনামিব ॥ ২৭ ॥

সন্তি—হয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসাধবঃ**—অসাধু ব্যক্তি; **লোকে**—এই সংসারে; **দুর্মৈত্রাঃ**—প্রতারক বন্ধু; **ছদ্ম-বেশিণঃ**—ছদ্মবেশ ধারণ করে; **তেষাম্**—তাদের সকলের; **উদেতি**—উদিত হয়; **অঘম্**—পাপময় জীবনের ফল; **কালে**—যথাসময়ে; **রোগঃ**—রোগ; **পাতকিনাম্**—পাপীদের; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

কালক্রমে যেমন পাপীদের রোগ প্রকাশ পায়, তেমনই এই সংসারে অনেক ছদ্মবেশী প্রতারক বন্ধু হয়, কিন্তু কালক্রমে তাদের কপট আচরণের মাধ্যমে তাদের শত্রুতা প্রকাশ পায়।

তাৎপর্য

পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষার ব্যাপারে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং অসন্তুষ্ট হয়েছিল। প্রহ্লাদ যখন ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করে, তখন হিরণ্যকশিপু মনে করেছিল যে, প্রহ্লাদের শিক্ষকেরা তার বন্ধুবেশী শত্রু। এই শ্লোকে *রোগঃ পাতকিনাম্ ইব* শব্দগুলি সেই রোগটিকে ইঙ্গিত করে, যা সব চাইতে পাপময় এবং বদ্ধ জীবনের সব চাইতে কষ্টদায়ক রোগ—জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি। রোগ হচ্ছে পাপের লক্ষণ। *স্মৃতিশাস্ত্রে* বলা হয়েছে—

ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ ।
স্বর্ণহারী তু কুনখী দুশ্চর্ম গুরুতল্পগঃ ॥

ব্রহ্মঘাতী ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়, মদ্যপ দন্তহীন হয়, স্বর্ণ অপহারকের নখের রোগ হয়, এবং গুরুজনের পত্নীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তির শ্বেতকুষ্ঠ আদি চর্মরোগ হয়।

শ্লোক ২৮

শ্রীগুরুপুত্র উবাচ

ন মৎপ্রণীতং ন পরপ্রণীতং
সুতো বদত্যেষ তবেন্দ্রশত্রো ।
নৈসর্গিকীয়ং মতিরস্য রাজন্
নিযচ্ছ মন্যুং কদদাঃ স্ম মা নঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-গুরু-পুত্রঃ উবাচ—হিরণ্যকশিপুর গুরু শুক্রাচার্যের পুত্র বললেন; **ন**—না; **মৎ-প্রণীতম্**—আমার দ্বারা শিক্ষা দেওয়া; **ন**—না; **পর-প্রণীতম্**—অন্য কারো দ্বারা শিক্ষা দেওয়া; **সুতঃ**—পুত্র (প্রহ্লাদ); **বদতি**—বলছে; **এষঃ**—এই; **তব**—আপনার; **ইন্দ্র-শত্রো**—হে দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু; **নৈসর্গিকী**—স্বাভাবিক; **ইয়ম্**—এই; **মতিঃ**—প্রবণতা; **অস্য**—তার; **রাজন্**—হে রাজন্; **নিযচ্ছ**—পরিত্যাগ করুন; **মন্যুম্**—আপনার ক্রোধ; **কদ্**—দোষ; **অদাঃ**—আরোপ; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **মা**—করবেন না; **নঃ**—আমাদের প্রতি।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর গুরু শুক্রাচার্যের পুত্র বললেন—হে ইন্দ্রশত্রু, হে রাজন্, আপনার পুত্র প্রহ্লাদ যা বলেছে তা আমরা তাকে শিক্ষা দিইনি এবং অন্য কেউও দেয়নি। তার এই বিষ্ণুভক্তি স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছে। অতএব, আপনার ক্রোধ সম্বরণ করুন এবং অনর্থক আমাদের প্রতি দোষারোপ করবেন না। এইভাবে ব্রাহ্মণকে অপমান করা ভাল নয়।

শ্লোক ২৯

শ্রীনারদ উবাচ

গুরুণৈবং প্রতিপ্রোক্তো ভূয় আহাসুরঃ সুতম্ ।
ন চেদ্‌গুরুমুখীয়ং তে কুতোঽভদ্রাসতী মতিঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **গুরুণা**—শিক্ষকের দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **প্রতিপ্রোক্তঃ**—প্রত্যুত্তর লাভ করে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **আহ**—বলেছিল; **অসুরঃ**—মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপু; **সুতম্**—তার পুত্রকে; **ন**—না; **চেৎ**—যদি; **গুরু-মুখী**—গুরুর মুখনিঃসৃত; **ইয়ম্**—এই; **তে**—তোমার; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **অভদ্র**—হে অশুভ; **অসতী**—অত্যন্ত খারাপ; **মতিঃ**—প্রবৃত্তি।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—শিক্ষকের এই উত্তর শুনে হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে বলেছিল, "ওরে অভদ্র, ওরে কুলনাশক, তুই যদি এই শিক্ষা তোর গুরুর কাছ থেকে না পেয়ে থাকিস, তা হলে কোথা থেকে তা তুই পেয়েছিস?"

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি প্রকৃতপক্ষে *ভদ্রা সতী—অভদ্র অসতী* নয়। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান অশুভ নয় অথবা সদাচারের বিরোধী নয়। ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া সকলেরই কর্তব্য। তাই প্রহ্লাদ মহারাজের স্বাভাবিক শিক্ষা ছিল শুভ এবং পূর্ণ।

শ্লোক ৩০

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; **মতিঃ**—প্রবৃত্তি; **ন**—কখনই না; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **পরতঃ**—অন্যের উপদেশে; **স্বতঃ**—তাদের নিজেদের উপলব্ধি থেকে; **বা**—অথবা; **মিথঃ**—যৌথ প্রচেষ্টায়; **অভিপদ্যেত**—বিকশিত হয়; **গৃহ-ব্রতানাম্**—দেহাত্মবুদ্ধির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত বিষয়ী ব্যক্তিদের; **অদান্ত**—অসংযত; **গোভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **বিশতাম্**—প্রবেশ করে; **তমিস্রম্**—নারকীয় জীবনে; **পুনঃ**—পুনরায়; **পুনঃ**—পুনরায়; **চর্বিত**—চর্বিত বস্তু; **চর্বণানাম্**—চর্বণকারী।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—অসংযত ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্ধকার নরকে প্রবেশ করে বার বার চর্বিত বস্তু চর্বণ করে। তাদের মতি কখনও অন্যের উপদেশে, নিজেদের প্রচেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কখনই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মতির্ন কৃষ্ণে* পদটির দ্বারা কৃষ্ণভক্তি বোঝানো হয়েছে। তথাকথিত রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত এবং দার্শনিকেরা *ভগবদ্গীতা* পাঠ করে তাদের জড় উদ্দেশ্যের অনুকূল বিকৃত অর্থ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধে তাদের বিকৃত ধারণার ফলে তাদের কোন লাভ হয় না। যেহেতু এই সমস্ত মানুষেরা তাদের জড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য *ভগবদ্গীতাকে* ব্যবহার করতে চায়, তাই তাদের পক্ষে নিরন্তর

শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা অথবা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হওয়া অসম্ভব (*মতির্ন কৃষ্ণে*)। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—ভক্তির মাধ্যমেই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানা যায়। তথাকথিত রাজনীতিবিদ এবং পণ্ডিতেরা কৃষ্ণকে একজন কল্পিত পুরুষ বলে মনে করে। রাজনীতিবিদেরা বলে যে, *ভগবদ্গীতায়* চিত্রিত হয়েছে যে কৃষ্ণ, তাঁর থেকে প্রকৃত কৃষ্ণ ভিন্ন। যদিও তারা কৃষ্ণ এবং রামকে পরম বলে স্বীকার করে, তবুও তারা মনে করে রাম এবং কৃষ্ণ নির্বিশেষ, কারণ কৃষ্ণভক্তির সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। তাই তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে *পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্*—বার বার চর্বিত বস্তুকেই চর্বণ করা। এই ধরনের রাজনীতিবিদ এবং পণ্ডিতদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যতদূর সম্ভব এই জড় জগৎকে উপভোগ করা। তাই এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে যারা গৃহব্রত, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জড় জগতে তাদের দেহটিকে নিয়ে সুখে জীবন যাপন করা, তারা কখনই শ্রীকৃষ্ণকেই জানতে পারে না। *গৃহব্রত* এবং *চর্বিতচর্বণানাম্* এই দুটি অভিব্যক্তি ইঙ্গিত করে যে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা জন্ম-জমান্তরে বিভিন্ন শরীরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টা করে, কিন্তু তারা কখনই তৃপ্ত হয় না। সবিশেষবাদ তথা বিভিন্ন মতবাদের নামে এই সমস্ত মানুষেরা সর্বদা জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত থাকে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৪) বলা হয়েছে—

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

"যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেক-বর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।" যারা জড়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, তারা কখনও ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ হতে পারে না। তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর বাণী *ভগবদ্গীতার* মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। *অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রম্*—তাদের পথ প্রকৃতপক্ষে নারকীয় জীবনের দিকে নিয়ে যায়।

ঋষভদেব বলেছেন, *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ*—মানুষের কর্তব্য ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানার চেষ্টা করা। মহৎ শব্দটির অর্থ ভগবদ্ভক্ত।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমার দৈবী-প্রকৃতি আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জেনে অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/১৩) তিনি হচ্ছেন মহাত্মা, যিনি নিরন্তর দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা

ভগবানের সেবায় যুক্ত। পরবর্তী শ্লোকগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, এই প্রকার মহান ব্যক্তির অনুগত না হলে কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না। হিরণ্যকশিপু জানতে চেয়েছিল প্রহ্লাদ তার কৃষ্ণভক্তি কোথায় লাভ করেছিল। কে তাকে এই শিক্ষা দিয়েছিল? প্রহ্লাদ ব্যঙ্গোক্তি করে উত্তর দিয়েছিল, "হে পিতা, আপনার মতো ব্যক্তিরা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। মহতের সেবা করার মাধ্যমেই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়। যারা জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করে, তাদের বলা হয় চর্বিত চর্বণকারী। জড়-জাগতিক পরিস্থিতির সামঞ্জস্য সাধনে কেউই কখনও সক্ষম হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ জন্ম-জন্মান্তরে, বংশানুক্রমে চেষ্টা করে চলে এবং বার বার ব্যর্থ হয়। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মহৎ বা মহাত্মা বা ভগবানের অনন্য ভক্তের দ্বারা যথাযথভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তি হৃদয়ঙ্গম করার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ৩১

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥ ৩১ ॥

ন—না; **তে**—তারা; **বিদুঃ**—জানে; **স্বার্থ-গতিম্**—জীবনের চরম লক্ষ্য, বা তাদের প্রকৃত স্বার্থ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর ধাম; **দুরাশয়াঃ**—এই জড় জগৎকে ভোগ করার অভিলাষী হয়ে; **যে**—যে; **বহিঃ**—বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **অর্থ-মানিনঃ**—মূল্যবান বলে মনে করে; **অন্ধাঃ**—অন্ধ; **যথা**—যেমন; **অন্ধৈঃ**—অন্য অন্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা; **উপনীয়মানাঃ**—পরিচালিত হয়ে; **তে**—তারা; **অপি**—যদিও; **ঈশ-তন্ত্র্যাম্**—জড়া প্রকৃতির নিয়মরূপ রজ্জুর দ্বারা; **উরু**—অত্যন্ত প্রবল; **দাম্নি**—রজ্জুর দ্বারা; **বদ্ধাঃ**—আবদ্ধ।

অনুবাদ

যারা জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনার দ্বারা আবদ্ধ, এবং তাই যারা তাদেরই মতো বিষয়াসক্ত অন্ধ ব্যক্তিকে তাদের নেতা বা গুরুরূপে বরণ করেছে, তারা বুঝতে পারে না যে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত হওয়া। অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধরা যেমন প্রকৃত পথের সন্ধান না জেনে অন্ধকূপে পতিত হয়, তেমনই জড় বিষয়াসক্ত

ব্যক্তিরা অন্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সকাম কর্মরূপ অত্যন্ত দৃঢ় রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং সংসার-চক্রে বার বার আবর্তিত হয়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে থাকে।

তাৎপর্য

যেহেতু অসুর এবং ভক্তের মধ্যে সর্বদাই মতবিরোধ রয়েছে, তাই প্রহ্লাদ মহারাজ যখন হিরণ্যকশিপুর সমালোচনা করেছিল, তখন প্রহ্লাদ মহারাজের ভিন্ন জীবনাদর্শে হিরণ্যকশিপুর আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং মহান আচার্য শুক্রাচার্যের বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-শিক্ষক বা গুরুকে অবজ্ঞা করায় সে তার পুত্রকে তিরস্কার করতে চেয়েছিল। *শুক্র* শব্দটির অর্থ 'বীর্য', এবং *আচার্য* শব্দটির অর্থ শিক্ষক বা গুরু। অনাদি কাল ধরে সর্বত্র কুলগুরু গ্রহণের প্রথা চলে আসছে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ এই প্রকার শৌক্র-গুরু গ্রহণ করতে অথবা তার উপদেশ পালন করতে অস্বীকার করেছিলেন। প্রকৃত গুরু হচ্ছেন শ্রোত্রিয় গুরু, অর্থাৎ যিনি পরম্পরার মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ শৌক্র-গুরু স্বীকার করেননি। এই প্রকার গুরুরা বিষ্ণুভক্তিতে মোটেই আগ্রহী নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা জড়-জাগতিক সাফল্যের প্রতি আশাবাদী (*বহিরর্থমানিনঃ*)। অর্থাৎ তারা বাহ্য বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। সাধারণত প্রায় সকলেই চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের জ্ঞান এই জড় জগতের চারশো কোটি মাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যা সৃষ্টির অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান; তারা জানে না যে, এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে রয়েছে চিৎ-জগৎ। ভগবদ্ভক্ত না হলে চিৎ-জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। যে সমস্ত গুরুরা জড় জগতের বিষয়েই আগ্রহশীল, তাদের এই শ্লোকে অন্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার অন্ধ ব্যক্তিরা জড়-জাগতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানবিহীন অন্ধ অনুগামীদের পরিচালিত করতে পারে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তেরা কখনই তাদের স্বীকার করেন না। এই প্রকার অন্ধ গুরুরা কেবল বাহ্য জড় জগতের প্রতি আগ্রহশীল হয়ে সর্বদাই জড়া প্রকৃতির অত্যন্ত সুদৃঢ় রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

শ্লোক ৩২

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ৩২ ॥

ন—না; **এষাম্**—এদের; **মতিঃ**—চেতনা; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **উরুক্রম-অঙ্ঘ্রিম্**—অসাধারণ কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করার জন্য বিখ্যাত ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **স্পৃশতি**—স্পর্শ করে; **অনর্থ**—অবাঞ্ছিত বস্তুর; **অপগমঃ**—অপসারণ; **যৎ**—যার; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **মহীয়সাম্**—মহাত্মা বা ভক্তদের; **পাদ-রজঃ**—শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা; **অভিষেকম্**—পবিত্রীকরণ; **নিষ্কিঞ্চনানাম্**—যে ভক্তদের এই জড় জগতের প্রতি কোন আসক্তি নেই; **ন**—না; **বৃণীত**—গ্রহণ করতে পারে; **যাবৎ**—যতক্ষণ।

অনুবাদ

জড় জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিতে অবগাহন না করা পর্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও ভগবান উরুক্রমের (যিনি তাঁর অসাধারণ কার্যকলাপের জন্য যশস্বী তাঁর) শ্রীপাদপদ্মে আসক্ত হতে পারে না। কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্ত হওয়ার ফলেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করে এইভাবে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তির ফলেই *অনর্থ-অপগম* হয়, অর্থাৎ অকারণে আমরা যে এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা বরণ করেছি, তার নিবৃত্তি হয়। আমাদের এই জড় শরীরটিই এই অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার মূল কারণ। সমগ্র বৈদিক সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তিসাধন করা, কিন্তু যারা জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ, তারা জানে না জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি। সেই সম্বন্ধে পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—*ঈশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ*—তাঁরা প্রকৃতির তিনটি গুণের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। যে শিক্ষা বদ্ধ জীবকে জন্ম-জন্মান্তরে জড়-জগতের বন্ধনে বেঁধে রাখে, তাকে বলা হয় জড় বিদ্যা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই জড় বিদ্যা হচ্ছে মায়ার বৈভব। এই প্রকার শিক্ষা বদ্ধ জীবকে জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের মার্গ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা কেন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে না? তার কারণ এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় সদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অধ্যাপক, পণ্ডিত এবং বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা যদিও লক্ষ লক্ষ মানুষদের দ্বারা পূজিত হয়, তবুও তারা জানে না জীবনের লক্ষ্য কি, এবং তারা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে পারে না, কারণ তারা সদ্‌গুরু

এবং বেদের শরণ গ্রহণ করেনি। তাই মুণ্ডক *উপনিষদে* (৩/২/৩) বলা হয়েছে, *নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন*—কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করার দ্বারা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ প্রদানের দ্বারা (*প্রবচনেন লভ্যঃ*), অথবা বড় বৈজ্ঞানিক হয়ে অনেক অদ্ভুত বস্তু আবিষ্কার করার দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। ভগবানের কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না। যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হয়েছেন এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছেন, তিনিই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। প্রথমে জানতে হবে কিভাবে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভক্ত হওয়া। আর অনায়াসে কৃষ্ণভক্ত হতে হলে, আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহৎ বা মহাত্মার শরণ গ্রহণ করতে হয়, যাঁর একমাত্র বাসনা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৩) সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমার দৈবী-প্রকৃতি আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জেনে অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করেন।" অতএব জীবনের অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের ভক্ত হওয়া।

যস্যাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ॥

"যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ, তাঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের এবং দেবতাদের সমস্ত সদ্গুণগুলি প্রকাশিত হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ তাঁদের কাছে বৈদিক জ্ঞানের নিগূঢ় অর্থ আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।"

(*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/২৩)

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

"ভগবান স্বয়ং যাকে মনোনীত করেন, তিনিই কেবল ভগবানকে লাভ করেন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে ভগবান তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

(*মুণ্ডক উপনিষদ্* ৩/২/৩)

এইগুলি হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ। আত্ম-তত্ত্ববিদ্ সদ্গুরুর শরণ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য, জড় পণ্ডিত বা রাজনীতিবিদদের নয়। যিনি নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ জড় কলুষ থেকে মুক্ত এবং ভগবানের সেবাপরায়ণ, সেই ভক্তেরই শরণ গ্রহণ করা কর্তব্য। সেটিই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা।

শ্লোক ৩৩

ইত্যুক্তোপরতং পুত্রং হিরণ্যকশিপূ রুষা ।
অন্ধীকৃতাত্মা স্বোৎসঙ্গান্নিরস্যত মহীতলে ॥ ৩৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **উপরতম্**—নিবৃত্ত হয়েছিল; **পুত্রম্**—পুত্র; **হিরণ্যকশিপুঃ**—হিরণ্যকশিপু; **রুষা**—মহাক্রোধে; **অন্ধীকৃত-আত্মা**—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্ধ; **স্ব-উৎসঙ্গাৎ**—তার কোল থেকে; **নিরস্যত**—ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল; **মহী-তলে**—ভূতলে।

অনুবাদ

এইভাবে বলে প্রহ্লাদ মহারাজ যখন নীরব হয়েছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হয়ে তার কোল থেকে তাঁকে ভূতলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

আহামর্ষরুষাবিষ্টঃ কষায়ীভূতলোচনঃ ।
বধ্যতামাশ্বয়ং বধ্যো নিঃসারয়ত নৈর্ঋতাঃ ॥ ৩৪ ॥

আহ—তিনি বলেছিলেন; **অমর্ষ**—ঘৃণা; **রুষা**—এবং প্রচণ্ড ক্রোধে; **আবিষ্টঃ**—অভিভূত; **কষায়ী-ভূত**—তপ্ত তামার মতো আরক্তিম; **লোচনঃ**—যার চক্ষু; **বধ্যতাম্**—তাকে বধ করা হোক; **আশু**—এক্ষুণি; **অয়ম্**—এই; **বধ্যঃ**—বধের যোগ্য; **নিঃসারয়ত**—নিয়ে যাও; **নৈর্ঋতাঃ**—হে অসুরগণ।

অনুবাদ

ঘৃণা এবং ক্রোধে আরক্ত লোচন হয়ে হিরণ্যকশিপু তার ভৃত্যদের বলল—হে অসুরগণ, এই বালককে এখান থেকে নিয়ে যাও! এ বধের যোগ্য, সুতরাং এক্ষুণি একে বধ কর!

শ্লোক ৩৫

অয়ং মে ভ্রাতৃহা সোঽয়ং হিত্বা স্বান্ সুহৃদোঽধমঃ ।
পিতৃব্যহন্তুঃ পাদৌ যো বিষ্ণোর্দাসবদর্চতি ॥ ৩৫ ॥

অয়ম্—এই; **মে**—আমার; **ভ্রাতৃ-হা**—ভ্রাতৃঘাতী; **সঃ**—সে; **অয়ম্**—এই; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **স্বান্**—নিজের; **সুহৃদঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষীদের; **অধমঃ**—অত্যন্ত নিচ; **পিতৃব্য-হন্তুঃ**—যে তার পিতৃব্য হিরণ্যাক্ষকে হত্যা করেছে; **পাদৌ**—পদযুগল; **যঃ**—যে; **বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণুর; **দাসবৎ**—ভৃত্যের মতো; **অর্চতি**—সেবা করে।

অনুবাদ

এই প্রহ্লাদই আমার ভ্রাতৃঘাতী, কারণ সে তার সুহৃদ এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করে ভৃত্যের মতো আমার শত্রু বিষ্ণুর পদযুগলের সেবায় যুক্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে তার ভ্রাতৃঘাতী বলে বিবেচনা করেছিল কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, প্রহ্লাদ মহারাজ সারূপ্য মুক্তি লাভ করবেন বলে তিনি বিষ্ণুরই সমান ছিলেন। তাই হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে বধ করতে চেয়েছিল। বৈষ্ণব ভক্তেরা সারূপ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি এবং সামীপ্য মুক্তি লাভ করেন, কিন্তু মায়াবাদীরা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে। সাযুজ্য মুক্তি কিন্তু খুব একটা নিরাপদ নয়, কিন্তু সারূপ্য মুক্তি, সালোক্য মুক্তি, সার্ষ্টি মুক্তি এবং সামীপ্য মুক্তি অত্যন্ত নিরাপদ। যদিও বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীবিষ্ণু বা নারায়ণের সেবকেরা ভগবানের সঙ্গে সমান স্তরে অবস্থিত, তবুও সেখানকার ভক্তেরা খুব ভালভাবেই জানেন যে, ভগবান হচ্ছেন প্রভু আর তাঁরা সকলে তাঁর ভৃত্য।

শ্লোক ৩৬

বিষ্ণোর্বা সাধ্বসৌ কিং নু করিষ্যত্যসমঞ্জসঃ ।
সৌহৃদং দুস্ত্যজং পিত্রোরহাদ্‌যঃ পঞ্চহায়নঃ ॥ ৩৬ ॥

বিষ্ণোঃ—বিষ্ণুকে; **বা**—অথবা; **সাধু**—ভাল; **অসৌ**—এই; **কিম্**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **করিষ্যতি**—করবে; **অসমঞ্জসঃ**—বিশ্বাসযোগ্য নয়; **সৌহৃদম্**—স্নেহের সম্পর্ক; **দুস্ত্যজম্**—ত্যাগ করা কঠিন; **পিত্রোঃ**—পিতামাতার; **অহাৎ**—পরিত্যাগ করেছিল; **যঃ**—যে; **পঞ্চ-হায়নঃ**—কেবল পাঁচ বছর বয়স্ক।

অনুবাদ

পাঁচ বছর বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও সে তার পিতামাতার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং সে নিশ্চয়ই অবিশ্বাসী। সে যে বিষ্ণুর প্রতিও সাধু ব্যবহার করবে, তাতেই বা বিশ্বাস কি?

শ্লোক ৩৭

পরোঽপ্যপত্যং হিতকৃদ্‌যথৌষধং
স্বদেহজোঽপ্যাময়বৎ সুতোঽহিতঃ ।
ছিন্দ্যাৎ তদঙ্গং যদুতাত্মনোঽহিতং
শেষং সুখং জীবতি যদ্বিবর্জনাৎ ॥ ৩৭ ॥

পরঃ—এক পরিবারভুক্ত নয়; **অপি**—যদিও; **অপত্যম্**—সন্তান; **হিত-কৃৎ**—হিতকারী; **যথা**—যেমন; **ঔষধম্**—ঔষধ; **স্ব-দেহজঃ**—স্বীয় দেহজাত; **অপি**—যদিও; **আময়বৎ**—রোগের মতো; **সুতঃ**—পুত্র; **অহিতঃ**—যে হিতকারী নয়; **ছিন্দ্যাৎ**—ছিন্ন করা উচিত; **তৎ**—তা; **অঙ্গম্**—দেহের অংশ; **যৎ**—যা; **উত**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মনঃ**—দেহের জন্য; **অহিতম্**—অহিতকর; **শেষম্**—অবশিষ্ট; **সুখম্**—সুখে; **জীবতি**—জীবিত থাকে; **যৎ**—যার; **বিবর্জনাৎ**—কেটে বাদ দেওয়ার ফলে।

অনুবাদ

ঔষধ যদি হিতকারী হয় তা হলে বনে জাত হলেও যেমন তাকে যত্ন সহকারে রক্ষা করা হয়, তেমনই যদি পরও হিতকারী হয়, তা হলে তাকে পুত্রের মতো পালন করা যায়। পক্ষান্তরে, দেহের কোন অঙ্গ যদি রোগের ফলে বিষাক্ত হয়ে

যায়, তা হলে অবশিষ্ট শরীরকে রক্ষা করার জন্য তা কেটে ফেলা হয়। তেমনই, নিজের পুত্রও যদি প্রতিকূল হয়, তা হলে স্বীয় দেহজাত হলেও তাকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তদের তৃণ থেকে দীনতর এবং তরুর থেকে সহিষ্ণু হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন; তা না হলে তার ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে অসুবিধা হবে। ভগবদ্ভক্তেরা যে কিভাবে অভক্তদের দ্বারা উপদ্রুত হয়, তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। অভক্ত যদি স্নেহময় পিতাও হয়, তা হলেও সে তার ভক্ত পুত্রকে নির্যাতন করে। জড় জগৎ এমনই যে, অভক্ত পিতা ভক্ত পুত্রের শত্রুতে পরিণত হয়। দেহের কোন অঙ্গ বিষাক্ত হয়ে গেলে তা সমস্ত শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। তাই সেই অংশটি দেহ থেকে কেটে বাদ দিতে হয়। হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হয়ে এই দৃষ্টান্ত দিয়েছিল। সেই একই দৃষ্টান্ত অবশ্য অভক্তদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন, *ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্* । ভক্তেরা স্বভাবতই পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে নিষ্ঠাপরায়ণ, তাই তাদের কর্তব্য অভক্তদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে সর্বদা ভক্তসঙ্গ করা। জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়া অজ্ঞান, কারণ জড় অস্তিত্ব অনিত্য এবং দুঃখময়। তাই যে ভক্তেরা আত্ম-উপলব্ধির জন্য তপস্যা করতে বদ্ধপরিকর এবং যারা আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি সাধনে নিষ্ঠাপরায়ণ, তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে নাস্তিক অভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করা। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর বিচারধারার প্রতি এক অসহযোগের মনোভাব বজায় রেখেছিলেন, তবুও তিনি সহিষ্ণু এবং বিনম্র ছিলেন। হিরণ্যকশিপু কিন্তু অভক্ত হওয়ার ফলে এতই কলুষিত ছিল যে, সে তার নিজের পুত্রকে হত্যা করতে পর্যন্ত প্রস্তুত হয়েছিল। সে তার আচরণের সমর্থনে দেহের অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়ার যুক্তি প্রদর্শন করেছিল।

শ্লোক ৩৮

সর্বৈরুপায়ৈর্হন্তব্যঃ সম্ভোজশয়নাসনৈঃ ।
সুহৃল্লিঙ্গধরঃ শত্রুর্মুনের্দুষ্টমিবেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

সর্বৈঃ—সমস্ত; **উপায়ৈঃ**—উপায়ের দ্বারা; **হন্তব্যঃ**—বধ করা কর্তব্য; **সম্ভোজ**—আহার; **শয়ন**—শয়ন; **আসনৈঃ**—আসনের দ্বারা; **সুহৃৎ-লিঙ্গ-ধরঃ**—বন্ধুর বেশধারী; **শত্রুঃ**—শত্রু; **মুনেঃ**—মুনির; **দুষ্টম্**—অসংযত; **ইব**—সদৃশ; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়।

অনুবাদ

অসংযত ইন্দ্রিয় যেমন পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের প্রয়াসী যোগীদের শত্রু, সুহৃদের বেশধারী এই প্রহ্লাদও আমার শত্রু, কারণ আমি একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তাই এই শত্রুকে ভোজন, আসন অথবা শয়নে, যে কোন উপায়েই হোক হত্যা করতে হবে।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে হত্যা করার জন্য এক সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা করেছিল। সে তাঁকে তার খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল, তপ্ত তেলের মধ্যে বসিয়ে, অথবা তাঁর শায়িত অবস্থায় তাঁকে মত্ত হস্তীর পায়ের তলায় ফেলে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। এইভাবে হিরণ্যকশিপু পাঁচ বছর বয়স্ক অবোধ বালককে হত্যা করতে চেয়েছিল, কারণ সেই বালকটি ছিল ভগবানের ভক্ত। ভক্তদের প্রতি অভক্তদের মনোভাবই এই রকম।

শ্লোক ৩৯-৪০

নৈর্ঋতাস্তে সমাদিষ্টা ভর্ত্রা বৈ শূলপাণয়ঃ ।
তিগ্মদংষ্ট্রকরালাস্যাস্তাম্রশ্মশ্রুশিরোরুহাঃ ॥ ৩৯ ॥
নদন্তো ভৈরবং নাদং ছিন্ধি ভিন্ধীতি বাদিনঃ ।
আসীনং চাহনঞ্ শূলৈঃ প্রহ্লাদং সর্বমর্মসু ॥ ৪০ ॥

নৈর্ঋতাঃ—অসুরেরা; **তে**—তারা; **সমাদিষ্টাঃ**—আদেশ প্রাপ্ত হয়ে; **ভর্ত্রা**—তাদের প্রভুর; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শূল-পাণয়ঃ**—ত্রিশূল হস্তে; **তিগ্ম**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার; **দংষ্ট্র**—দাঁত; **করাল**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **আস্যাঃ**—মুখ; **তাম্র-শ্মশ্রু**—তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু; **শিরোরুহাঃ**—এবং কেশ; **নদন্তঃ**—শব্দ করে; **ভৈরবম্**—ধ্বনি; **নাদম্**—শব্দ; **ছিন্ধি**—কেটে ফেল; **ভিন্ধি**—টুকরো টুকরো করে; **ইতি**—এইভাবে; **বাদিনঃ**—বলে; **আসীনম্**—মৌনভাবে উপবিষ্ট; **চ**—এবং; **অহনন্**—আক্রমণ করেছিল; **শূলৈঃ**—তাদের ত্রিশূলের দ্বারা; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **সর্বমর্মসু**—শরীরের কোমল অংশে।

অনুবাদ

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর দন্ত ও বদন-বিশিষ্ট এবং তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু ও কেশ সমন্বিত ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা যারা ছিল হিরণ্যকশিপুর অনুচর, তারা "একে টুকরো টুকরো

করে কেটে ফেল!" বলে ভয়ঙ্করভাবে শব্দ করতে করতে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন প্রহ্লাদ মহারাজকে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করতে লাগল।

শ্লোক ৪১

পরে ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে ভগবত্যখিলাত্মনি ।
যুক্তাত্মন্যফলা আসন্নপুণ্যস্যেব সৎক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

পরে—পরম; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে; **অনির্দেশ্যে**—ইন্দ্রিয়ের অগোচর; **ভগবতি**—ভগবানকে; **অখিল-আত্মনি**—সকলের পরমাত্মা; **যুক্ত-আত্মনি**—যাঁর মন সংযুক্ত, সেই প্রহ্লাদের; **অফলাঃ**—নিষ্ফল; **আসন্**—হয়েছিল; **অপুণ্যস্য**—পুণ্যহীন; **ইব**—সদৃশ; **সৎ-ক্রিয়াঃ**—যজ্ঞ, তপস্যা আদি সৎকর্ম।

অনুবাদ

পুণ্যহীন ব্যক্তি সৎকর্ম করলেও যেমন তা নিষ্ফল হয়, তেমনই রাক্ষসদের অস্ত্রশস্ত্র প্রহ্লাদ মহারাজের উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারল না, কারণ তিনি নির্বিকার, অনির্দেশ্য, জগতাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের সেবার ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ঐকান্তিক ভক্ত।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। পূর্বে বলা হয়েছে *গোবিন্দ-পরিরম্ভিতঃ,* অর্থাৎ প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদা ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, এবং তাই গোবিন্দ সর্বদা তাঁকে রক্ষা করতেন। একটি শিশু যেমন তার পিতা বা মাতার কোলে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে, ঠিক তেমনই ভগবানের ভক্ত সমস্ত অবস্থাতেই ভগবান কর্তৃক রক্ষিত হন। তার অর্থ কি প্রহ্লাদ মহারাজ যখন রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তখন গোবিন্দও রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল? না, তা সম্ভব নয়। রাক্ষসেরা ভগবানকে আঘাত বা হত্যা করার বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন জড় উপায়েই তাঁকে আঘাত করা যায় না, কারণ তিনি সর্বদাই চিন্ময়। তাই এখানে *পরে ব্রহ্মণি* শব্দ দুইটি ব্যবহার করা হয়েছে। রাক্ষসেরা ভগবানকে দর্শন করতে পারে না অথবা স্পর্শ করতে পারে না, যদিও তারা মনে করতে পারে যে, তারা তাদের জড় অস্ত্রের দ্বারা ভগবানের দিব্য শরীরে আঘাত করছে, কিন্তু কখনই তা সম্ভব নয়। তাই এই শ্লোকে ভগবানকে *অনির্দেশ্যে* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু তিনি সর্বব্যাপ্ত, তাই আমরা তাঁকে কোন এক বিশেষ স্থানে

জানতে পারি না। অধিকন্তু, তিনি হচ্ছেন *অখিলাত্মা,* সব কিছুরই সক্রিয় হওয়ার মূলতত্ত্ব। এমন কি জড় অস্ত্রেরও। যারা ভগবানের উপস্থিতি বুঝতে পারে না, তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা। তারা মনে করতে পারে যে, ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের তারা হত্যা করতে পারে, কিন্তু তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাদের সঙ্গে কিভাবে বোঝাপড়া করতে হয় তা ভগবান জানেন।

শ্লোক ৪২

প্রয়াসেঽপহতে তস্মিন্ দৈত্যেন্দ্রঃ পরিশঙ্কিতঃ ।
চকার তদ্বধোপায়ান্নির্বন্ধেন যুধিষ্ঠির ॥ ৪২ ॥

প্রয়াসে—তার প্রচেষ্টা যখন; **অপহতে**—ব্যর্থ হয়েছিল; **তস্মিন্**—সেই; **দৈত্য-ইন্দ্রঃ**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু; **পরিশঙ্কিতঃ**—অত্যন্ত ভীত হয়ে (বালকটিকে কে রক্ষা করছে সেই কথা ভেবে); **চকার**—করেছিল; **তৎ-বধ-উপায়ান্**—তাঁকে হত্যা করার অন্যান্য বিবিধ উপায়; **নির্বন্ধেন**—দৃঢ়সংকল্প সহকারে; **যুধিষ্ঠির**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রহ্লাদ মহারাজকে বধ করতে দৈত্যদের সমস্ত প্রয়াস যখন ব্যর্থ হয়েছিল, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁকে বধ করার অন্যান্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৪৩-৪৪

দিগ্গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ ।
মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ ॥ ৪৩ ॥
হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্বতাক্রমণৈরপি ।
ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতম্ ।
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্তুং নাভ্যপদ্যত ॥ ৪৪ ॥

দিক্-গজৈঃ—যে সমস্ত বিশালকায় হস্তীদের তাদের পায়ের নিচে সব কিছু দলিত করার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাদের দ্বারা; **দন্দ-শূক-ইন্দ্রৈঃ**—বিশালকায় বিষাক্ত সর্পের

দংশনের দ্বারা; **অভিচার**—ধ্বংসকারী যাদুবিদ্যার দ্বারা; **অবপাতনৈঃ**—পর্বতশৃঙ্গ থেকে পতনের দ্বারা; **মায়াভিঃ**—মায়ার দ্বারা; **সন্নিরোধৈঃ**—অবরুদ্ধ করার দ্বারা; **চ**—এবং; **গরদানৈঃ**—বিষ প্রদানের দ্বারা; **অভোজনৈঃ**—উপবাসের দ্বারা; **হিম**—হিম; **বায়ু**—বায়ু; **অগ্নি**—অগ্নি; **সলিলৈঃ**—এবং জলের দ্বারা; **পর্বত-আক্রমণৈঃ**—বিশাল পাথর এবং পর্বতের দ্বারা পেষণ করার দ্বারা; **অপি**—ও; **ন শশাক**—সক্ষম হয়নি; **যদা**—যখন; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **অপাপম্**—নিষ্পাপ; **অসুরঃ**—অসুর (হিরণ্যকশিপু); **সুতম্**—তার পুত্রকে; **চিন্তাম্**—উৎকণ্ঠা; **দীর্ঘতমাম্**—দীর্ঘকাল; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **তৎ-কর্তুম্**—তা করতে; **ন**—না; **অভ্যপদ্যত**—লাভ করেছিল।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে বিশাল হস্তীর পায়ের নিচে ফেলে, বিশালকায় ভয়ঙ্কর সর্পদের মধ্যে নিক্ষেপ করে, ধ্বংসাত্মক যাদু প্রয়োগ করে, পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করে, মায়াগর্তে নিরোধ করে, বিষ প্রদান করে, উপবাস করিয়ে, প্রচণ্ড হিম, বায়ু, অগ্নি এবং জলের দ্বারা অথবা বিশাল পাথরের নিচে তাঁকে পেষণ করেও বধ করতে পারেনি। হিরণ্যকশিপু যখন দেখল যে সে কোন মতেই নিষ্পাপ প্রহ্লাদের অনিষ্ট করতে পারছে না, তখন সে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগল তারপর সে কি করবে।

শ্লোক ৪৫

এষ মে বহ্বসাধূক্তো বধোপায়াশ্চ নির্মিতাঃ ।
তৈস্তৈর্দ্রোহৈরসদ্ধর্মৈর্মুক্তঃ স্বেনৈব তেজসা ॥ ৪৫ ॥

এষঃ—এই; **মে**—আমার; **বহু**—বহু; **অসাধু-উক্তঃ**—তিরস্কার; **বধ-উপায়াঃ**—তাকে হত্যা করার বিবিধ উপায়; **চ**—এবং; **নির্মিতাঃ**—উদ্ভাবিত; **তৈঃ**—সেই সমস্ত; **তৈঃ**—সেই সমস্ত; **দ্রোহৈঃ**—বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা; **অসৎ-ধর্মৈঃ**—ঘৃণ্য কর্মের দ্বারা; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **স্বেন**—তার নিজের; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তেজসা**—তেজের দ্বারা।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু ভাবতে লাগল—আমি বালক প্রহ্লাদের প্রতি বহু কটুবাক্য প্রয়োগ করে তিরস্কার করেছি, এবং তাকে হত্যা করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছি,

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে আমি বধ করতে পারিনি। নিঃসন্দেহে সে এই সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের দ্বারা এবং ঘৃণ্য কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তার নিজের তেজের দ্বারাই নিজেকে রক্ষা করেছে।

শ্লোক ৪৬

বর্তমানোঽবিদূরে বৈ বালোঽপ্যজড়ধীরয়ম্ ।
ন বিস্মরতি মেঽনার্যং শুনঃশেপ ইব প্রভুঃ ॥ ৪৬ ॥

বর্তমানঃ—স্থিত হয়ে; **অবিদূরে**—অধিক দূরে নয়; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বালঃ**—নিতান্ত শিশু; **অপি**—যদিও; **অজড়ধীঃ**—সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক; **অয়ম্**—এই; **ন**—না; **বিস্মরতি**—বিস্মৃত হয়; **মে**—আমার; **অনার্যম্**—দুর্ব্যবহার; **শুনঃ শেপঃ**—কুকুরের বাঁকা লেজ; **ইব**—ঠিক যেমন; **প্রভুঃ**—সমর্থ হয়ে।

অনুবাদ

যদিও সে আমার অতি নিকটে রয়েছে এবং সে একটি নিতান্ত শিশু, তবুও সে সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক। কুকুরের লেজ যেমন তার স্বাভাবিক বক্রত্ব পরিত্যাগ করে না, এও তেমন আমার অন্যায় আচরণ এবং তার প্রভু বিষ্ণুকে কখনই বিস্মৃত হবে না।

তাৎপর্য

শুনঃ শব্দটির অর্থ 'কুকুরের' এবং *শেপঃ* শব্দটির অর্থ 'লেজ'। এটি একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। কুকুরের লেজকে সোজা করার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, তা কখনই সোজা হয় না। *শুনঃ শেপঃ* কথাটি অজীগর্তের দ্বিতীয় পুত্রের নামকেও বোঝায়। তাকে হরিশ্চন্দ্রের কাছে বিক্রী করা হয়েছিল, কিন্তু পরে সে হরিশ্চন্দ্রের শত্রু বিশ্বামিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং কখনও তাঁর পক্ষ ত্যাগ করেনি।

শ্লোক ৪৭

অপ্রমেয়ানুভাবোঽয়মকুতশ্চিদ্ভয়োঽমরঃ ।
নূনমেতদ্বিরোধেন মৃত্যুর্মে ভবিতা ন বা ॥ ৪৭ ॥

অপ্রমেয়—অসীম; **অনুভাবঃ**—মহিমা; **অয়ম্**—এই; **অকুতশ্চিৎ-ভয়ঃ**—কোন কিছু থেকেই এর ভয় হয় না; **অমরঃ**—অমর; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **এতৎ-বিরোধেন**—এর বিরোধিতা করার ফলে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **মে**—আমার; **ভবিতা**—হতে পারে; **ন**—না; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

আমি দেখছি যে এই বালকের শক্তি অসীম, কারণ আমার কোন দণ্ডেই এর ভয় হয়নি। মনে হয় যেন সে অমর। তাই, তার প্রতি শত্রুতার ফলে আমার মৃত্যু হবে অথবা নাও হতে পারে।

শ্লোক ৪৮

ইতি তচ্চিন্তয়া কিঞ্চিন্ম্লানশ্রিয়মধোমুখম্ ।
শণ্ডামর্কাবৌশনসৌ বিবিক্ত ইতি হোচতুঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **তৎ-চিন্তয়া**—প্রহ্লাদ মহারাজের স্থিতির ফলে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **ম্লান**—হারিয়ে; **শ্রিয়ম্**—শরীরের কান্তি; **অধঃ-মুখম্**—নতমুখে; **শণ্ড-অমর্ক**—ষণ্ড এবং অমর্ক; **ঔশনসৌ**—শুক্রাচার্যের পুত্রদ্বয়; **বিবিক্তে**—নির্জন স্থানে; **ইতি**—এইভাবে; **হঃ**—বস্তুতপক্ষে; **ঊচতুঃ**—বলেছিল।

অনুবাদ

এইভাবে চিন্তা করে দৈত্যরাজ বিষণ্ণ এবং কান্তিহীন হয়ে, মুখ নিচু করে মৌনভাব অবলম্বন করেছিল। তখন শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক তাকে গোপনে এই কথাগুলি বলেছিল।

শ্লোক ৪৯

জিতং ত্বয়ৈকেন জগত্রয়ং ভ্রুবো-
র্বিজৃম্ভণত্রস্তসমস্তধিষ্ণ্যপম্ ।
ন তস্য চিন্ত্যং তব নাথ চক্ষ্মহে
ন বৈ শিশূনাং গুণদোষয়োঃ পদম্ ॥ ৪৯ ॥

জিতম্—বিজিত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **একেন**—একা; **জগৎ-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূর; **বিজৃম্ভণ**—বিস্তারের দ্বারা; **ত্রস্ত**—ভীত হয়; **সমস্ত**—সমস্ত; **ধিষ্ণ্যপম্**—লোকপালগণ; **ন**—না; **তস্য**—তার থেকে; **চিন্ত্যম্**—চিন্তিত হওয়া; **তব**—আপনার; **নাথ**—হে প্রভু; **চক্ষ্মহে**—আমরা দেখছি; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শিশূনাম্**—শিশুদের; **গুণ-দোষয়োঃ**—গুণ অথবা দোষের; **পদম্**—বিষয়।

অনুবাদ

হে প্রভু, আমরা জানি যে আপনার ভ্রূভঙ্গি মাত্র সমস্ত লোকপালেরা ভীত হয়। কারও সহায়তা ছাড়াই আপনি একলা ত্রিভুবন জয় করেছেন। অতএব আমরা আপনার বিষণ্ণ হওয়ার অথবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ দেখছি না। প্রহ্লাদ একটি শিশুমাত্র, অতএব সে দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে না। বালকের ব্যবহার কোন দোষ অথবা গুণের বিষয় হতে পারে না।

শ্লোক ৫০

ইমং তু পাশৈর্বরুণস্য বদ্ধা
নিধেহি ভীতো ন পলায়তে যথা ।
বুদ্ধিশ্চ পুংসো বয়সার্যসেবয়া
যাবদ্ গুরুর্ভার্গব আগমিষ্যতি ॥ ৫০ ॥

ইমম্—এই; **তু**—কিন্তু; **পাশৈঃ**—রজ্জুর দ্বারা; **বরুণস্য**—বরুণদেবের; **বদ্ধা**—আবদ্ধ; **নিধেহি**—রাখুন; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **ন**—না; **পলায়তে**—পলায়ন করে; **যথা**—যাতে; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **চ**—ও; **পুংসঃ**—মানুষের; **বয়সা**—বয়স বৃদ্ধির ফলে; **আর্য**—অভিজ্ঞ, উন্নত ব্যক্তির; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **গুরুঃ**—আমাদের গুরুদেব; **ভার্গবঃ**—শুক্রাচার্য; **আগমিষ্যতি**—আসবেন।

অনুবাদ

আমাদের গুরু শুক্রাচার্য ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি এই শিশুকে বরুণপাশে আবদ্ধ করে রাখুন যাতে সে ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায়। তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে যখন আমাদের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করবে অথবা আমাদের গুরুদেবের সেবা করবে, তখন আপনা থেকেই তার বুদ্ধির পরিবর্তন হবে। তাই চিন্তা করার কোন কারণ নেই।

শ্লোক ৫১

তথেতি গুরুপুত্রোক্তমনুজ্ঞায়েদমব্রবীৎ ।
ধর্মো হ্যস্যোপদেষ্টব্যো রাজ্ঞাং যো গৃহমেধিনাম্ ॥ ৫১ ॥

তথা—এইভাবে; **ইতি**—এই প্রকার; **গুরু-পুত্র-উক্তম্**—শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড এবং অমর্কের উপদেশ; **অনুজ্ঞায়**—গ্রহণ করে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিল; **ধর্মঃ**—কর্তব্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—প্রহ্লাদকে; **উপদেষ্টব্যঃ**—উপদেশ দেওয়া উচিত; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **যঃ**—যা; **গৃহ-মেধিনাম্**—গৃহস্থ-জীবনে আগ্রহী।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার গুরুর পুত্র ষণ্ড এবং অমর্কের পরামর্শে সম্মত হয়েছিল এবং গৃহস্থ রাজাদের ধর্ম সম্বন্ধে প্রহ্লাদকে উপদেশ দিতে অনুরোধ করেছিল।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু চেয়েছিল প্রহ্লাদ মহারাজ যেন দেশ বা পৃথিবী শাসন করার জন্য রাজনীতি শিক্ষা লাভ করে। সে চায়নি প্রহ্লাদ সন্ন্যাস-জীবনের বা সন্ন্যাস-আশ্রমের শিক্ষা লাভ করে। এখানে *ধর্ম* শব্দে কোন ধর্ম-বিশ্বাসের কথা বোঝানো হয়েছে। সেই সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *ধর্মো হ্যস্যোপদেষ্টব্যো রাজ্ঞাং যো গৃহমেধিনাম্*। দুই প্রকার রাজ পরিবার রয়েছে—এক হচ্ছে যারা কেবল গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত এবং অন্যটি হচ্ছে রাজর্ষিদের পরিবার, যারা রাজা হলেও মহর্ষিসদৃশ ছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ রাজর্ষি হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপু চেয়েছিল তিনি যেন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত রাজা হন (*গৃহমেধিনাম্*)। তাই আর্য প্রথায় বর্ণাশ্রম-ধর্মের পদ্ধতি রয়েছে, যার দ্বারা সকলেই সমাজের বর্ণবিভাগ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) এবং আশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) অনুসারে শিক্ষালাভ করে।

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে পবিত্র ভক্ত সর্বদাই জড়-জাগতিক গুণের অতীত। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ এবং হিরণ্যকশিপুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত ছিলেন। মানুষ যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, ততক্ষণ তার ধর্ম এই প্রকার নিয়ন্ত্রণের অধীন থেকে মুক্ত ব্যক্তিদের ধর্ম থেকে ভিন্ন। প্রকৃত ধর্মের বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতে* করা হয়েছে (*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্*)। ধর্মরাজ

বা যমরাজ তাঁর দূতদের বলেছিলেন যে, জীব চিন্ময় এবং তার ধর্মও চিন্ময়। বাস্তবিক ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যার উপদেশ *ভগবদ্গীতায়* দেওয়া হয়েছে—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। মানুষের কর্তব্য জড়-জাগতিক ধর্ম পরিত্যাগ করা, ঠিক যেমন জড় দেহটি পরিত্যাগ করা তার কর্তব্য। এমন কি বর্ণাশ্রম-ধর্মও পরিত্যাগ করে চিন্ময় বৃত্তিতে যুক্ত হওয়া কর্তব্য। জীবের প্রকৃত ধর্ম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন। *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*—প্রতিটি জীবই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। সেটিই জীবের প্রকৃত ধর্ম।

শ্লোক ৫২

ধর্মমর্থং চ কামং চ নিতরাং চানুপূর্বশঃ ।
প্রহ্লাদায়োচতু রাজন্ প্রশ্রিতাবনতায় চ ॥ ৫২ ॥

ধর্মম্—জড়-জাগতিক কর্তব্য; **অর্থম্**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **চ**—এবং; **কামম্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **চ**—এবং; **নিতরাম্**—সর্বদা; **চ**—এবং; **অনুপূর্বশঃ**—ক্রমানুসারে অথবা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত; **প্রহ্লাদায়ঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **ঊচতুঃ**—তারা বলেছিল; **রাজন্**—হে রাজন্; **প্রশ্রিত**—বিনীত; **অবনতায়**—এবং অবনত; **চ**—ও।

অনুবাদ

তারপর ষণ্ড এবং অমর্ক অত্যন্ত বিনীত এবং নম্র প্রহ্লাদ মহারাজকে নিরন্তর ধর্ম, অর্থ, ও কাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে লাগল।

তাৎপর্য

মানব-সমাজের চারটি বর্গ হচ্ছে—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এবং তাদের চরম পরিণতি হচ্ছে মুক্তি। মানব-সমাজের প্রগতির জন্য ধর্মনীতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য, এবং ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করা উচিত যাতে সে ধর্মের বিধান অনুসারে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আবশ্যকতা পূর্ণ করতে পারে। তা হলে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সহজ হবে। সেটিই হচ্ছে বৈদিক পন্থা। কেউ যখন ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের স্তর অতিক্রম করেন, তখন তিনি ভগবদ্ভক্ত হন। তখন তিনি সেই স্তর প্রাপ্ত হন, যেখান থেকে আর জড়-জাগতিক অস্তিত্বে ফিরে আসতে হয় না (*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে*)। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি এই চতুর্বর্গকে অতিক্রম করেন এবং

বাস্তবিকপক্ষে মুক্ত হন, তখন তিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন। তখন আর তাঁর এই জড় জগতে পুনরায় অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ৫৩

যথা ত্রিবর্গং গুরুভিরাত্মনে উপশিক্ষিতম্ ।
ন সাধু মেনে তচ্ছিক্ষাং দ্বন্দ্বারামোপবর্ণিতাম্ ॥ ৫৩ ॥

যথা—যেমন; **ত্রি-বর্গম্**—তিনটি পন্থা (ধর্ম, অর্থ এবং কাম); **গুরুভিঃ**—শিক্ষকদের দ্বারা; **আত্মনে**—নিজেকে (প্রহ্লাদ মহারাজ); **উপশিক্ষিতম্**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **ন**—না; **সাধু**—যথার্থই উত্তম; **মেনে**—তিনি বিবেচনা করেছিলেন; **তৎ-শিক্ষাম্**—সেই শিক্ষাকে; **দ্বন্দ্ব-আরাম**—(শত্রু-মিত্রের) দ্বৈতভাবের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগকারী ব্যক্তিদের দ্বারা; **উপবর্ণিতাম্**—উপবিষ্ট।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক তাঁকে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু সেই উপদেশের অতীত ছিলেন, তাই তাঁর তা ভাল লাগেনি, কারণ সেই সমস্ত উপদেশ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ভিত্তিক সংসারের দ্বৈতভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাৎপর্য

সমগ্র জগৎ বৈষয়িক জীবনের প্রতি আগ্রহশীল। প্রকৃতপক্ষে, ত্রিলোকের শতকরা ৯৯.৯ জন ব্যক্তিই মুক্তি অথবা আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ, নারদ মুনি প্রমুখ মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ভগবদ্ভক্তরাই কেবল আধ্যাত্মিক জীবনের আসল শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল। জড়-জাগতিক স্তরে থেকে ধর্মতত্ত্ব বোঝা যায় না। তাই এই ধরনের মহাপুরুষদের অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/৩/২০) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

মানুষের কর্তব্য ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কপিল, মনু, কুমার, প্রহ্লাদ মহারাজ, ভীষ্ম, জনক, বলি মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী এবং যমরাজের মতো মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ

করা। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে আগ্রহশীল, তাঁদের কর্তব্য প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধর্ম, অর্থ এবং কাম সম্বন্ধীয় শিক্ষা পরিত্যাগ করা। আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হওয়া উচিত। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ, যিনি তাঁর শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জড়-জাগতিক শিক্ষা একেবারেই পছন্দ করেননি, তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করছে।

শ্লোক ৫৪

যদাচার্যঃ পরাবৃত্তো গৃহমেধীয়কর্মসু ।
বয়স্যৈর্বালকৈস্তত্র সোপহূতঃ কৃতক্ষণৈঃ ॥ ৫৪ ॥

যদা—যখন; **আচার্যঃ**—শিক্ষক; **পরাবৃত্তঃ**—প্রবৃত্ত হতেন; **গৃহ-মেধীয়**—গার্হস্থ্য-জীবনের; **কর্মসু**—কার্যে; **বয়স্যৈঃ**—তাঁর সমবয়স্ক বন্ধুদের; **বালকৈঃ**—বালকদের দ্বারা; **তত্র**—সেখানে; **সঃ**—তিনি (প্রহ্লাদ মহারাজ); **অপহূতঃ**—ডাকত; **কৃতক্ষণৈঃ**—উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

শিক্ষকেরা যখন তাদের গৃহস্থালির কার্যে তাদের গৃহে চলে যেত, তখন সেই উপযুক্ত অবসরে প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর সমবয়স্ক ছাত্রেরা খেলা করার জন্য ডাকত।

তাৎপর্য

শিক্ষকেরা বিরতির সময়ে যখন পাঠশালা থেকে অনুপস্থিত থাকত, তখন অন্য ছাত্রেরা প্রহ্লাদ মহারাজকে তাদের সঙ্গে খেলা করার জন্য ডাকত। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকগুলিতে দেখা যাবে যে, প্রহ্লাদ মহারাজ খেলাধুলার প্রতি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। পক্ষান্তরে, তিনি কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে চাইতেন। তাই এই শ্লোকে *কৃতক্ষণৈঃ* শব্দের দ্বারা সূচিত হয়েছে যে, কৃষ্ণভক্তির প্রচার করার সুযোগ পেলেই প্রহ্লাদ মহারাজ নিম্নলিখিতভাবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন।

শ্লোক ৫৫

অথ তাঞ্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রত্যাহূয় মহাবুধঃ ।
উবাচ বিদ্বাংস্তন্নিষ্ঠাং কৃপয়া প্রহসন্নিব ॥ ৫৫ ॥

অথ—তখন; **তান্**—সহপাঠীদের; **শ্লক্ষ্ণয়া**—অত্যন্ত মধুর; **বাচা**—বাণীর দ্বারা; **প্রত্যাহূয়**—সম্বোধন করে; **মহা-বুধঃ**—অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত প্রহ্লাদ মহারাজ (*মহা* শব্দের অর্থ 'মহান' এবং *বুধ* শব্দটির অর্থ 'পণ্ডিত'); **উবাচ**—বলেছিলেন; **বিদ্বান্**—অত্যন্ত বিজ্ঞ; **তৎ-নিষ্ঠাম্**—ভগবৎ উপলব্ধির মার্গ; **কৃপয়া**—কৃপাপরবশ হয়ে; **প্রহসন্**—হেসে; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ, যিনি ছিলেন যথার্থই মহা জ্ঞানী, তিনি তাঁর সহপাঠীদের অত্যন্ত মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করে, হেসে জড়-জাগতিক জীবনের নিরর্থকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে, তিনি তাদের নিম্নলিখিত উপদেশগুলি দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের হাসিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যান্য ছাত্রেরা ধর্ম, অর্থ এবং কামের মাধ্যমে জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করার বিষয়ে অত্যন্ত উন্নত ছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের প্রতি হেসেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন তা বাস্তবিক সুখ নয়। বাস্তবিক সুখ কেবল কৃষ্ণভক্তির প্রগতির মাধ্যমেই লাভ হয়। যাঁরা প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁদের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে কিভাবে প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়, সেই সম্বন্ধে সারা জগৎকে শিক্ষা দেওয়া। বিষয়াসক্ত মানুষেরা তথাকথিত আশীর্বাদ লাভ করার জন্য তথাকথিত ধর্মের পন্থা অবলম্বন করে, যাতে তারা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে ইন্দ্রিয়-সুখের মাধ্যমে জড় জগৎকে ভোগ করতে পারে। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তেরা তাদের দেখে হাসেন, কারণ এই প্রকার মানুষেরা এতই মূর্খ যে, আত্মার দেহান্তরের তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে তারা অনিত্য জীবন যাপনে ব্যস্ত থাকে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অনিত্য লাভের চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের মতো আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত ব্যক্তিরা জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি আগ্রহশীল নন। পক্ষান্তরে, তাঁরা নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবনে উন্নীত হতে চান। তাই কৃষ্ণ যেমন সমস্ত অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, তাঁর সেবক বা ভক্তেরাও তেমন পৃথিবীর

সমস্ত মানুষদের কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা দান করতে অত্যন্ত আগ্রহশীল। ভক্তেরা সংসার-জীবনের ভ্রান্তি সম্বন্ধে অবগত, এবং তাই তা তুচ্ছ বলে মনে করে তার প্রতি হাসেন। কিন্তু করুণাবশত এই প্রকার ভক্তেরা *ভগবদ্গীতার* উপদেশ সারা বিশ্বে প্রচার করেন।

শ্লোক ৫৬-৫৭

তে তু তদ্গৌরবাৎ সর্বে ত্যক্তক্রীড়াপরিচ্ছদাঃ ।
বালা অদূষিতধিয়ো দ্বন্দ্বারামেরিতেহিতৈঃ ॥ ৫৬ ॥
পর্যুপাসত রাজেন্দ্র তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণাঃ ।
তানাহ করুণো মৈত্রো মহাভাগবতোঽসুরঃ ॥ ৫৭ ॥

তে—তারা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-গৌরবাৎ**—প্রহ্লাদ মহারাজের বাণীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়ার ফলে (তিনি ভক্ত বলে); **সর্বে**—তারা সকলে; **ত্যক্ত**—ত্যাগ করে; **ক্রীড়া-পরিচ্ছদাঃ**—খেলার উপকরণ; **বালাঃ**—বালকেরা; **অদূষিত-ধিয়ঃ**—যাদের বুদ্ধি তাদের পিতাদের মতো কলুষিত হয়নি; **দ্বন্দ্ব**—দ্বৈতভাবে; **আরাম**—যারা আনন্দ উপভোগ করে (যেমন ষণ্ড এবং অমর্কের মতো শিক্ষকেরা); **ঈরিত**—উপদেশের দ্বারা; **ঈহিতৈঃ**—এবং কার্যের দ্বারা; **পর্যুপাসত**—চারদিকে ঘিরে বসেছিল; **রাজ-ইন্দ্র**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **তৎ**—তাঁকে; **ন্যস্ত**—পরিত্যাগ করে; **হৃদয়-ঈক্ষণাঃ**—তাদের হৃদয় এবং নেত্র; **তান্**—তাদের; **আহ**—বলেছিলেন; **করুণঃ**—অত্যন্ত দয়ালু; **মৈত্রঃ**—প্রকৃত বন্ধু; **মহা-ভাগবতঃ**—সর্বোত্তম ভক্ত; **অসুরঃ**—অসুর-কুলে উৎপন্ন প্রহ্লাদ মহারাজ।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, সমস্ত বালকেরা প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাদের অল্প বয়সের ফলে, দ্বৈতভাব এবং দেহসুখের প্রতি আসক্ত শিক্ষকদের উপদেশের দ্বারা তাদের অন্তঃকরণ দূষিত হয়নি। তারা তাদের খেলার সমস্ত উপকরণ পরিত্যাগ করে, প্রহ্লাদ মহারাজের কথা শ্রবণ করার জন্য তাঁকে ঘিরে বসেছিল। তাদের হৃদয় এবং নেত্র তাঁর উপর নিবদ্ধ ছিল এবং গভীর নিষ্ঠা সহকারে তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর কথা শুনছিল। অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন একজন মহাভাগবত, এবং তিনি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলেন। তার ফলে তিনি তাদের জড়-জাগতিক জীবনের নিরর্থকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

বালা অদূষিতধিয়ঃ পদটি ইঙ্গিত করে যে, সেই বালকেরা অল্পবয়স্ক হওয়ার ফলে, তাদের পিতাদের বৈষয়িক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই তাঁর সরল হৃদয় সহপাঠীদের আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুত্ব এবং বৈষয়িক জীবনের নিরর্থকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। যদিও ষণ্ড এবং অমর্ক সমস্ত বালকদের ধর্ম, অর্থ এবং কাম সমন্বিত জড়-জাগতিক জীবন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিল, কিন্তু বালকেরা তার সেই শিক্ষার দ্বারা ততটা কলুষিত হয়নি। তাই, গভীর মনোযোগ সহকারে তারা প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে কৃষ্ণভক্তির তত্ত্ব শুনতে চেয়েছিল। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কার্যকলাপে গুরুকুলের এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ গুরুকুলে বালকেরা তাদের শৈশব থেকেই কৃষ্ণভাবনামৃতের উপদেশ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে কৃষ্ণভক্তির প্রতি তাদের অন্তঃকরণ নিষ্ঠাপরায়ণ হয়, এবং তাই তারা বড় হলে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরাভূত হওয়ার খুব কমই সম্ভাবনা থাকে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'হিরণ্যকশিপুর মহান পুত্র প্রহ্লাদ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।